বার আনা সংস্করণ,

প্রথম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়

# প্রা[illegible]-গুরু

বার আনা


নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর



প্রাপ্তিস্থান—

বাণীপ্রচার-কার্য্যালয়

৪৫ নং নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীবিশ্বেশ্বর ঠাকুর
বাণীপ্রচার-কার্য্যালয়
৪৫নং নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—
শ্রীকুলচন্দ্র দে
শাস্ত্রপ্রচার প্রেস
৫নং। ছিদামমুদীর লেন
কলিকাতা।

# উপহার-পৃষ্ঠা

২য় সংখ্যায় শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহে স্বনামপ্রসিদ্ধা চরিত্র-চিত্রে অদ্বিতীয়া শ্রীযুক্তা তমাললতা দেবী প্রণীত "কাঙালের দান" প্রকাশিত হইবে।

# উৎসর্গ

যাঁহাদের জন্য অতিমাত্র আগ্রহ ও প্রয়াসে বার আনা সংস্করণের প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়াছি, যাঁহাদের অনুগ্রহ ও সহানুভূতির উপর ইহার জীবন-মরণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে, সেই অনুগ্রাহক পাঠক-পাঠিকাগণের হস্তে গ্রাম্য-গৃহ উপহৃত হইল।

১৩২৭, আষাঢ়
বাণীপ্রচার-কার্য্যালয়
৪৫নং নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

একান্ত বশংবদ
প্রকাশক
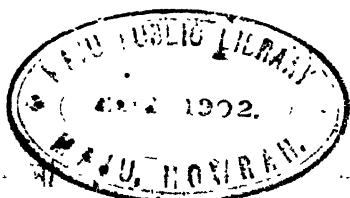
# গ্রাম্য-গৃহ

১

সংসারের অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মত মোহিতমোহন গ্রামে আসিয়া আপনাকে নিতান্ত অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছিল। কেহ তাহাকে ডাকেও না, আদরও করে না, নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বলিয়া বরং অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। নিজে উপযাচক হইয়া কাহারও বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, আঘাত পাইয়া আহতচিত্তে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়! কাহারও সহায়তা বা গোটা গ্রামটার উন্নতিকল্পে কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে প্রতিবেশিগণ তাহাকে যে কোন প্রকারে পশ্চাৎপদ না করিয়া প্রতি-নিবৃত্ত হয় না।

## গ্রাম্য-গৃহ

মোহিত বড় বিপদে পড়িল, তাহার কর্ম্মহীন নিঃসঙ্গ জীবন অতি অল্পদিনের মধ্যে ভার ঠেকিতেছিল। দিন যেন আর কাটিতে চাহে না! শ্রান্তিহীন মনও থাকিয়া থাকিয়া ক্লান্তি বোধ করে। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সে যখন গ্রামে ফিরিয়াছিল, তখন তাহার হৃদয় শৈশবের লীলা-কানন স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছিল। মোহিত পুঞ্জীভূত আশার অঙ্গুলীস্পর্শে উন্মত্ত হইয়া পৃথিবীর অমরাবতী কলিকাতানগরী পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে যেন তাহার সমস্ত আশা ভরসা লুপ্তপ্রায় মনে করিতে লাগিল, কল্পনাগঠিত স্বর্গসুষমা যে ম্লান হইয়া গেল। গ্রাম্য রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠানে অনভিজ্ঞ মোহিতের মনের আশাগুলি যেন অঙ্কুরে বিনষ্ট শস্যের মত শুষ্ক হইয়া উঠিল! ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে সে ভাবনার মধ্যে গ্রাম্য-গৃহের যে মহিমময় মহান্ আদর্শটি গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল, যাহার বিপুল বিভব তাহার মর্ম্মের মধ্যে মহান্ আনন্দের অমৃত প্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছিল, একটা বিরাট বিকট হঠকারিতা যেন তাহাকে পদদলিত করিয়া গর্ব্বভরে মোহিতের নিকট নিত্য নূতন দীন বিফলতার সংবাদ বহন করিয়া আনিতেছিল। অস্থিমজ্জা স্নায়ুশিরা পর্য্যন্ত মঙ্গলঘটস্থাপনে ব্যগ্র হইয়া

তাহার অন্তর্দৃষ্টির নিকট গ্রামের ভাবী উন্নতির যে ছবি আঁকিয়া ধরিয়াছিল, একটা প্রশস্ত কাল যবনিকা যেন সহসা তাহা ঢাকিয়া দাঁড়াইল। মোহিত ছোট বড় কোন কার্য্যেই সফলতা লাভ করিতে পারিতেছিল না। নিতান্ত অপটুর মত তাহার অদম্য উৎসাহ ও একান্ত আগ্রহ যেন দিন দিন ক্ষীয়মাণ ক্ষয়রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মত বিনাশের পথে গিয়া উপস্থিত হইতেছিল। গ্রামের কর্ত্তা বল, মাতব্বর বল, তাহাদের বিপরীত অভিপ্রায় নীতিপরায়ণ মোহিতের মনকে মুষরিয়া দিতেছিল।

মোহিত স্থির হইতে না পারিয়া সেদিন বৃদ্ধা পিতামহীর নিকটে উপস্থিত হইয়া হতাশস্বরে বলিল—"ঠাকুরমা, ঘরে আর মন টিক্‌ছে না, এবার বেরিয়ে পড়ি!"

মহামায়া অল্প হাসিলেন, শান্ত স্বরে বলিলেন—"যাতে টেকে আমি তারি বন্দোবস্ত কর্চ্ছি দাদা?"

মোহিত কথাটা বুঝিল না, চিন্তিতচিত্তে বৃদ্ধার দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করিতে মহামায়া সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"একটি টুক্‌টুকে বৌর খোজ কর্চ্ছি!"

মোহিতও অল্প হাসিল,—"সে সহরেও জুটবে।" বলিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—"সহজে যা জোটান যায় না, তারি জন্যে ছুটে এসে যখন বিমুখ হলাম, তখন এ

জঙ্গ্‌লাদেশের ম্যালেরিয়া আর মশার ভোগ ভুগ্‌বার জন্যে উতলা হয়ে লাভ ?”

বৃদ্ধার মুখের কোণে পুনর্ব্বারও হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, তিনি ধীরস্বরে বলিলেন—“কঠিনকে সোজা করে নিতে হলে যে, আপনাকে শক্ত কর্ত্তে হয় দাদা ! তা না করে দুদিনে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলে ত লাভ অপেক্ষা ক্ষতি অনেক বেশী হবে !”

“সে কথা ত এদেশের কেউ মোটে বোঝে না !”

“আপন থেকে সবাই সব বুঝ্‌লে ত মানুষেরও দরকার হয় না !”

মোহিত কথাটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াও নিরুপায় বলিয়া অনুকূলে উত্তর করিতে পারিল না। মহামায়া পূর্ব্বভাবেই বলিলেন—“ত্যাগ করা সোজা, জড়িয়ে থাক্‌তে পারে কজন ! আর পারে না বলেই যে দিন দিন এদের এ অধঃপাত হচ্ছে। পালাতে ত কেউ কসুর করেনি, যারা ভাল, যারা লেখাপড়া জানে, তারাই ভয়ে সরে পড়েছে। এর ও’পর তুমিও যদি একপা এগিয়েই দুপা পেছিয়ে যাও ত আর কেউ এমুখও হবে না। তোমার দৃষ্টান্তে তাদের ভাঙ্গা বুকের বল আরও কমে আস্‌বে।”

মোহিত বাম করতলে কপোল রক্ষা করিয়া বহিঃ-

প্রকৃতির দিকে চাহিয়াছিল। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, প্রকৃতি যেন শ্রান্তির পর বিশ্রামের আশায় অলস নয়ন মুদিয়া সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিতেছিল। গাছে গাছে পক্ষিকুল কূজন করিতেছে, পথে পথে গরু বাছুর চরিয়া বেড়াইতেছে, ঘাটে ঘাটে কুলরমণীরা কাজ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে মোহিতের মন একটা প্রবল সহানুভূতিতে আকৃষ্ট হইয়া উঠিল, সে অস্ফুট কণ্ঠে বলিল—"কেউ যদি না বোঝে, বুঝিয়ে দিলেও বিপরীত পথে চলে, তবে আমি একা কি কর্ব্ব?"

অস্ফুট কথাকয়টি মহামায়ার কাণ এড়াইল না, তিনি জোর দিয়া বলিলেন—"তবু ত চেষ্টা করে দেখ্‌তে হবে। পার্ব্ব না বলে পেছিয়ে পরেই যে দেশের এ দুঃখ দুর্দ্দশা ঘটিয়েছে।"

মোহিতের মনে গ্রামে প্রবেশ অবধি আগাগোড়া ঘটনাগুলি জাগিয়া উঠিল। সে উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর করিল—"কেউ কোন কাজ ত কর্ব্বে না, বরং পণ্ড কর্ব্বার চেষ্টা কর্ব্বে। পাঁচজনের হয়ে চেষ্টা কর্ত্তে গেলে, যাতে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তারি জন্যে লড়াই জুড়ে দেবে! এসব কি কাণ্ড, একবার ভেবে দেখ ত।"

"ভাব্‌তে আমি কসুর করিনি, আর তার ফলে এও

বুঝে নিয়েছি, ভেবে বুঝে ধীরভাবে কাজ কর্ত্তে পার্লে একদিন তোমার জয় হবে। সৎ কখন ঢাকা থাকে না ?” বলিয়া মহামায়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মোহিতকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—“উতলা হও না মোহিত, আজও পৃথিবীর কোন বড় কাজ একদিনে কেউ কর্ত্তে পারেনি।”

## ২

"তুমি আমায় এ শঙ্কট থেকে উদ্ধার কর দিদি ?"

মহামায়া স্নান সারিয়া আহ্নিকের উদ্দেশে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতেছিলেন, বাধা পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বিন্দুবাসিনী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়া বলিলেন —"কাউকে একটা কথা বলি, এমন মানুষও আমার নেই! জাতমান ত আর বজায় থাকে না।"

পট্টবস্ত্রপরিহিতা মহামায়া নির্ম্মল আকাশের মত স্বচ্ছ মুখে চাহিয়া প্রশান্ত স্বরে বলিলেন—"ভেবে কি কর্ব্বে দিদি, এতে ত মানুষের হাত নেই, ভগবান্‌কে ডাক, তিনি অবশ্যি তোমায় বিপদ্ থেকে উদ্ধার কর্ব্বেন!"

মহামায়ার স্বর দৃঢ়, বিশ্বাসপরিপূর্ণ। বিন্দুবাসিনী সে স্বর শুনিয়া মুগ্ধার মত ক্ষণকাল নীরবে রহিলেন। তাঁহার যেন মনে হইল, ভগবানে বিশ্বাস রাখিতে পারিলে এ দায় উদ্ধার হইতে মুহূর্ত্তও লাগে না। মহামায়া আবার বলিলেন—"জাতমানের ভার তাঁর হাতে তুলে দাও, তিনি তোমায় মেয়ে দিয়েছেন, বের আর ব্যবস্থা করেননি! না

দিদি, সে হয় না, তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টির কাছে এত বড় জিনিষটা লুকিয়ে থাকতে পারে না।” বলিতে বলিতে তিনি একখানা আসন আনিয়া বিন্দুবাসিনীকে বসিতে দিলেন।

কিছু পূর্ব্বেই প্রভাত হইয়াছিল। সুবর্ণবর্ণের কিরীট পরিয়া সূর্য্যদেব পূর্ব্ব গগণ হইতে অঙ্গনের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিলেন। ডাকিয়া ডাকিয়া কাককোকিল বাসা ছাড়িয়া দিকে দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। গৃহপালিত মার্জ্জার-শাবকটি সবেমাত্র ঘুম হইতে উঠিয়া অঙ্গনের একপাশে দাঁড়াইয়া আলস্য ত্যাগ করিতেছিল। বিন্দুবাসিনী ক্ষণকাল এদিকে ওদিকে চাহিয়া শেষটা বলিয়া উঠিলেন—“তোমার মত বিশ্বাস যদি আমার থাকত—”

তাঁহার কথাটা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। মহামায়া দীন নয়নে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—“আমার কথা আবার এর মধ্যে কেন আনছ দিদি! জান ত বিশ্বেস না রেখে উপায় নেই। যতই কেন কর না, তাঁর দয়া না হলে যে কার্য্যসিদ্ধির কোন পথই দেখতে পাবে না।”

ক্ষণকাল নীরবে কাটিয়া গেল। বিন্দুবাসিনী অনেক চেষ্টা করিয়াও মনের কথাটা মুখে আনিতে পারিতেছিলেন না। যাহা নিতান্তই অসম্ভব, সে বিষয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে ভাগ্যে যে উপহাসরাশি জোর করিয়া চাপিয়া

বসিবে, তাহা ভাবিয়া বলি বলি করিয়াও এতক্ষণ তিনি কথাটা বলিতে পারিতেছিলেন না। এবার সাহস সঞ্চয় করিয়া গোটা দুই ঢোক গিলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"তোমার কিছু টাকার অভাব নেই, সোণাগয়না বাক্সে মরিচা ধর্‌ছে—"

সহসা তাঁহার মুখ বন্ধ হইয়া গেল। গলাটা যেন কেমন শুষ্ক শুষ্ক ঠেকিতে লাগিল, এদিকে কিন্তু বক্তব্য বিষয়টাও ভিতরে আবদ্ধ থাকিয়া বুকের মধ্যে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়া তুলিল। মহামায়া তাঁহার শঙ্কট অবস্থা দেখিয়া অল্প হাসিয়া বলিলেন—"অভাব নেই, তাতে মেয়ের কি হচ্ছে, টাকার কাছে ত মেয়ের বে দেওয়া চলে না!"

"না, তা ত চলে না?" বলিয়া বিন্দুবাসিনী আবারও থামিলেন। মুহূর্ত্তে জোর করিয়া মুখের জড়তাটা কাটাইয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"অভাবও নেই, আশাও কর না, ছেলের বে দিয়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ কর্ব্বার মত ছোট দৃষ্টিও তোমার নয়,—"

বিন্দুবাসিনী আবার নীরব হইলেন। প্রস্তাবটা যেন তাহার নিকট বামন হইরা চন্দ্রগৃহণের স্পর্দ্ধার ন্যায় ঠেকিতেছিল। মহামায়া হাসিয়া বলিলেন—"অভাব নেই, আশাও রাখি না, আচ্ছা, তোমার কথাই নয় মেনে

নিলাম, কিন্তু তাতে সুরর বের ত কোন উপায় হবে না, এ যে বেণাবনে মুক্ত ছড়ান হচ্ছে। এ থেকে যাতে কাজ হবে, তাই গিয়ে কর। টাকা পয়সার জন্যে ঠেকে থাকবে না, সে ত একবার বলেই দিয়েছি।"

বিন্দুবাসিনী মনের সঙ্গে বোঝাপাড়া করিতেছিলেন। তাঁহারা গরীব বলিয়া কি এতই ঘৃণার পাত্র যে, কথাটা বলিতেও তাঁহার সাহসে কুলাইবে না। শিথিল হৃদয় দৃঢ় করিয়া এবার তিনি বলিয়া উঠিলেন—"গরিবের মেয়ে হলেও সুরমা তোমার ঘরে বেমানান হবে না দিদি?"

"ওঃ এই কথা?" বলিয়া মহামায়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সহজ কণ্ঠেই উত্তর করিলেন—"গতিক যা দেখ্‌ছি, তাতে যে বড় সুবিধে হবে, তেমন ত মনে হয় না?"

বিন্দুবাসিনীর শুষ্ক বুক যেন অসার হইয়া উঠিল। যাচ্ঞা করিয়া শেষটা তাহাকে অপমানের বোঝা ঘাড় পাতিয়া লইতে হইবে! তিনি আবারও দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"না হবার ত ঐ এক কারণ, আমরা গরীব?"

"না দিদি, গরীব বলে মোটে আট্‌কা ত না।"

"তবে?"

"মোহিত যে বে কর্ত্তে রাজি নয়?"

"ওটা একটা কথার কথা, তুমি বল্লে না করে, তার এত সাধ্যি।"

মহামায়া খানিকক্ষণ মৌন চিন্তা করিয়া, প্রসন্নমুখে বলিলেন—"জোর করে বল্লে কি হয় না হয়, বলা যায় না, কিন্তু জোর জুলুম কি উচিত, তাতে যে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই ফলে। তার বাপ মা থাক্‌লেও কথা ছিল, তারা জোর জুলুম কল্লে কর্ত্তে পার্ত্ত, কিন্তু আমি কোন্ সাহসে কি করি?"

এবার বিন্দুবাসিনীর বিষণ্ণ মুখও প্রসন্ন হইয়া উঠিল—"বাপমা নেই, এই কথা, তুমি তাদের থেকে কম কিসে, না দিদি, আমি তোমার এ কথায় ভুল্‌ব না। মোহিতকে দিয়ে আমার জাত রক্ষে কর।"

মহামায়া সহজ স্বরেই বলিলেন—"ভগবানের কি ইচ্ছে তিনিই জানেন, তবু তোমায় আমি বল্‌ছি, এ আশা তুমি মোটে কর না।"

বিন্দুবাসিনীর মুখে কথা সরিল না। তিনি প্রভাত-রৌদ্রের দিকে চাহিয়া এক সঙ্গে গোটা দুই দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

৩

মোহিত বিস্মিতমনে পথে বাহির হইয়া পড়িল। পশ্চিমাকাশের দীপ্ত রেখাটা ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছিল। পল্লীগ্রামের পথঘাট তখন শূন্য হইয়া উঠিয়াছে, ক্বচিৎ কোনও গৃহ হইতে বালক বালিকার ক্রন্দন শব্দ শুনা যাইতেছিল। সেদিকে মোহিতের মোটেই লক্ষ্য ছিল না, সে অপরিস্কৃত অপ্রশস্ত পথ ও জঞ্জাল পরিপূর্ণ পচা জলের আধার পুষ্করিণীগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া মধ্যে মধ্যে শিহরিয়া উঠিতেছিল। দমকা বাতাসে বাঁসগুলি একটার গায়ে আর একটা পড়িয়া ঠন্ ঠন্ শব্দ জুড়িয়া দিয়াছে। মোহিত ধীরে ধীরে পথ হাটিতেছিল, সহসা পাশের একটা ঝোপ হইতে কিসের শব্দ পাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইল। সে বাহির হইতে ডাকিল—"সুরমা ?"

ডাক শুনিয়া সুরমার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। সে কেরোসিনের প্রদীপে তেল ভরিতেছিল, তাড়াতাড়ি

সেটাকে রাখিয়া উঠিতে গিয়া সহসা বসিয়া পড়িল। সাড়া না পাইয়া মোহিত আবার ডাকিল—"সুরমা ?"

সুরমা একটু ইতস্তত করিল, মাতৃ-আজ্ঞার কথা মনে পড়ায় জোর করিয়া বসিয়া থাকিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, গৃহাগত অতিথিটির প্রতি এতটা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন যেন তাহার দুর্ব্বল হৃদয় সহ্যের অতীত বলিয়া মনে করিল। সে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া বলিল—"আসুন ?"

কিন্তু তাহার স্বরটা কেমন অস্পষ্ট রহিল। মোহিতের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না, সে বাড়াণ্ডায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার মা কোথায় ?"

"সন্ধ্যে কর্ত্তে ঘাটে গেছেন ?" এবারও সুরমার স্বর জড়িত, মোহিত তাহার মধ্যে একটা কম্পন অনুভব করিয়া দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল, তাহার মস্তক নত, অন্যান্য দিনের মত আজ আর সুরমার সে সরল সহজ ভাবটি নাই। সে যেন নিতান্ত দায়ে পড়িয়া কথা বলিতেছে। মোহিতের মনটা কেমন দোলায়িত হইয়া উঠিল। সুরমা একখানা আসন আনিয়া দিয়া দূরে গিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া এটা সেটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

মোহিত বসিল না, সুরমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"বড় মজাই হয়েছে সুরমা ?"

সুরমা উত্তর করিল না, অন্য দিন হইলে এই একটি কথায় তাহার কত কৌতূহল, কত ঔৎসুক্য প্রকাশ পাইত, আজ সে সকলের আভাষও পাওয়া গেল না। মোহিতের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিতেছিল। সে হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া নিজের কথাই বলিয়া চলিল—"জান ত গ্রামে একটি ভিন্ন ব্যবহার কর্বার মত পুকুর নেই, মনে কল্লাম, ছোট-খাট দুটএকটা যা আছে, কাটিয়ে দি, কর্ত্তারা রাজিও হয়েছিলেন, কিন্তু—"

সুরমা এবার আর কৌতূহল দমন করিতে পারিল না, মধ্যস্থলে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"কিন্তু কি ?"

"আজ কাটাব, কাল যদি আবার সেটা নাশ হয়, তবে ত শুধু অর্থদণ্ড ! তাতেই সবাইকে বল্লাম, আপনারা শুধু এ ক্ষতিটুকু স্বীকার করুন, পুকুরের পাড়ের গাছগুলি কেটে নিন !"

মোহিত একবার থামিল, তাহার বুক বাহিয়া গভীর দীর্ঘ শ্বাস বাহির হইয়া গেল। সে শব্দে সুরমা চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তার পর ?"

"সবাই বেঁকে বস্‌ল ?"

"কাজে কাজে আপনিও সরে পল্লেন ?"

"সহজে সরিনি, প্রথমটা হাতে পায়ে ধল্লাম, উচিত

মূল্য নিয়ে কাটতে বল্লাম, তাতেও যখন রাজি হল না, তখন জোর করে—"

সুরমা আবার বাধা দিল, সন্তুষ্টির শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিল—"তা হলে অনেকটা এগিয়েছেন বলুন?"

"মোটে না, বরং ঢের পেছিয়ে পড়েছি। গাছ কাটতে সুরু কর্ত্তেই কর্ত্তারা ঘরে বসে যে যার জমিদারের নাম করে নানা রকমের ভয় দেখাতে সুরু কল্লে, তাতেও যখন পেছপা হয়নি, তখন ছেলেপিলে শুদ্ধ লাঠিসোটা নিয়ে তেরে এল, আর কি করি, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে পরিত্রাণ লাভ কল্লাম?" বলিয়া মোহিত দুঃখের হাসি হাসিয়া উঠিল।

এই যুবকটির বিফলতায় সুরমার প্রাণ সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল, সে ধীর স্বরে বলিল—"এ দেশের লোক এম্নি বটে?"

কথায় কথায় সঙ্কোচটা কমিয়া সহজ আলাপে দাঁড়াইতেছিল, মোহিতের মনের অবস্থাটাও হাল্কা হইয়া আসিল। সহসা বিন্দুবাসিনী প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"সুরমা?"

সুরমা শব্দ করিল না, অপরাধিনীর মত ধীর পাদক্ষেপে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

কেরোসিনের দীপ ধূম উদ্‌গিরণ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহার দীপ্তিকে ম্লান করিয়া হিমাংশুর অংশুজাল ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। বিন্দুবাসিনী কন্যার অবস্থা দেখিয়া মনে মনে জ্বলিয়া উঠিয়া মোহিতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“আমরা গরীবগুর্‌বা মানুষ, কোন মতে জাত মান নিয়ে বেঁচে আছি। মোহিত, তুমি কি আমাদের সে সুযোগটুকু থেকেও বঞ্চিত কর্ত্তে চাও?”

মোহিতের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে কোন দিকে দৃষ্টি করিয়াই যেন কুলকিনারা দেখিতে পাইল না। তাহার মনের অবসাদটুকুকে দ্বিগুণ করিয়া বিন্দুবাসিনী রূঢ়কণ্ঠে বলিলেন—“তুমি আর এমন যখন তখন এস না! এম্‌নি এলে গেলে মানুষ যা তা বল্লে ত ঠেকিয়ে রাখতে পার্ব্ব না!”

৪

"আমি কি জানি মা!"

"জানি না বলে বসে থাক্‌লে আমিই বা জিজ্ঞেস কর্ত্তে যাই কাকে?"

ছোট্ট একখানা অতিজীর্ণ ঘরে বসিয়া মাতা ও কন্যায় কথা হইতেছিল। খড়ের অভাবে চালের এখানে ওখানে বেকারি জাগিয়া উঠিয়া দৃঢ়তার পরিচয় দিতেছে। ছিদ্রপথে প্রভাতবায়ু প্রবেশ করিয়া সুরমার রমণীয় মুখের উপর পড়িতেছিল। সম্মুখে নাতিপ্রশস্ত অর্দ্ধভগ্ন তক্তপোষের উপর যথাসম্ভব পরিষ্কৃত শয্যা, অদূরে কাঠের টিপায়ের উপর একটা কেরোসিনের দীপ, একপাশে একটি জলের মৃৎকলসী। একটা দড়ি টানান, তাহার উপর মাতা ও কন্যার, ছিন্ন বসন। প্রশ্ন করিয়া বিন্দুবাসিনী কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সুরমার কমনীয় মুখখানা শিশিরশিক্ত স্থলকমলের মত রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। মাতা স্বর কঠিন করিলেন—"আমার পোড়া অদৃষ্ট, কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস কর্ব্ব, এমন লোক

নেই! তুমি ত কচিখুকীটি নও যে, ভালমন্দ বুঝ্‌তে পার না।"

সুরমার চোখ বাহিয়া আতাম্র নবপল্লববিচ্যুত শিশির-বিন্দুর ন্যায় দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে মাতার অগোচরে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধরা গলায় বলিল—"যাই মা, তোমার পূজর আয়োজনটা করে রাখি!"

"আঃ আবাগের বেটি?" বলিয়া বিন্দুবাসিনী ঝাজি দিয়া উঠিলেন। সুরমা বসিয়া পড়িল, নিরুপায়ে তাহার প্রাণ খাবি খাইতেছিল। সে অতিকষ্টে বলিল—"আমি এখানে বসে বসে কি কর্ব্ব মা, তুমি যা কর্ব্বে, তা ছেড়ে কি আমার একটা আলাদা মত হবে।"

"এখন নয় হ'ল না, পরে যে জীবনভোর আমায় দুষ্‌বে?"

"মার আবার দোষ?" বলিয়া সুরমা থামিয়া গেল।

বিন্দুবাসিনীর মুখ পূর্ব্বাপেক্ষাও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। মনের কাছে পুনঃ পুনঃ বাধা পাইয়াও যে বিষ তিনি গলাধঃকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার জ্বালা যে সংসারতরুর সুস্বাদু ফল সুরমার জীবনকেও দগ্ধ করিবে,—সংসার-উদ্যানের উপাদেয় লতাটিকে অকালে কাল-

কবলিত করিয়া দিবে, তাহা ভাবিয়া তিনি যেন বারংবার শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত দেহেও যে জিনিষটাকে বিন্দুবাসিনী হৃদয়ের সহিত স্বীকার করিতে পারিতেছিলেন না, এক কথাতেই অভাগিনী কন্যা তাহাকে অনুকূল বলিয়া ঘোষণা করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বা ভীতিও প্রকাশ করিল না, ইহা তাহার প্রতিকূলতাপ্রয়াসী হৃদয় সহ্য করিতে পারিতেছিল না! মনের অবস্থা জোর করিয়া গোপন করিয়া তিনি অসম্বন্ধ প্রলাপের মত বকিতে লাগিলেন—"আমাদের মত মানুষের আবার মতামতই কি, ইচ্ছে অনিচ্ছেই কি? যাদের দুবেলা ভাত জোটে না, তাদের মতের মূল্যই কতটুকু!"

ক্ষণকাল নীরবে কাটিল, সরল শিশুর মত পবিত্র প্রভাতবায়ু পা টিপিয়া টিপিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছিল। অদূরে পেয়ারাগাছের শাখায় বসিয়া গোটা দুই কাক কা কা করিয়া উঠিল। কন্যার মুখ হইতে একটি কথাও না শুনিয়া বিন্দুবাসিনী জ্বলিয়া উঠিলেন। তীব্র কণ্ঠে বলিলেন—"জাত মারবার বেলায় ঢের ঢের লোক পাওয়া যায়,—কিন্তু—"

সুরমার শরীর কাঁপিয়া উঠিল, অকৃতজ্ঞতার একটা মস্ত ভীতি যেন তাহাকে দোলায়িত করিতে লাগিল। তথাপি

সে মুখ বুজিয়া রহিল। বিন্দুবাসিনী নিজের মনে বকিতে লাগিলেন—“এমন মন্দই কি, বয়েস একটু বেশী বৈ ত নয়, আগেকার কালে এ বয়সে ঢের ঢের বে হত ?”

কন্যা কাপড়ের আঁচলে মুখ ঢাকিল। মাতা সস্পৃহ দৃষ্টিতে তাহার স্নেহাধার মুখখানা দেখিয়া খানিকক্ষণ থমকিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন—“বেশীই বা বলি কেন, পঞ্চাশ এখনও পেরোইনি। ধন আছে, মান আছে, অমন ঘরে বরে মেয়ে দেওয়া যে অদৃষ্টের কাজ।”

বড় দুঃখে সুরমার মুখে হাসি ভাসিয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল—“মার আমার এসব ছাবাই মান্‌বার প্রয়োজন!” প্রকাশ্যে বলিল—“তোমার যদি মত হয়, তুমি যদি ভাল বোঝ—”

সুরমার গলা আটকাইয়া আসিল, সে কথাটা শেষ করিতে পারিল না! তথাপি কিন্তু বিন্দুবাসিনীর জ্বলিত বুক ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল। তিনি প্রায় চীৎকার করিয়া বলিলেন—“আবার আমার মত, আঃ আবাগের বেটি, আমার মতে পোড়া পৃথিবীর কি যায় আসে! যার ঘরে ভাত নেই, চালে খড় নেই, তার আবার মত ? জাত যাচ্ছে, মানুষের সামনে বেরুতে মুখ হেট হয়ে যায়। ডেকে জিজ্ঞেস কর্ব্বে এমন একটা কাক নেই!” বলিয়া তিনি

একসঙ্গে গোটা দুই লম্বা লম্বা শ্বাস টানিয়া নীরব হইতে যাইতেছিলেন, সহসা কি ভাবিয়া উচ্চ গলায় বলিয়া উঠিলেন—"মুখের মিষ্টিতে কি হবে। প্রাণান্ত করে হাতে ধরেও ত একটু টলাতে পাল্লাম না, না যেন মুখে লেগেই আছে। কাজের বেলা কেউ কারুর আপন হয় না। ছিঃ ছিঃ,আবার মুষ্টি ভিক্ষা নিয়ে আস্ছেন।তোর হাতের তোলা খেতে যাব ছিঃ। আরে তোদের নয় বরাত ভাল, ধন আছে, জন আছে, কিন্তু তা বলে এত বড়াই কেন, আছে যেতে কতক্ষণ, আমিই কি চিরকাল এমন ছিলাম?" বলিয়াই বিন্দুবাসিনী চোখের জল ছাড়িয়া দিলেন।

সুরমা যেন অকস্মাৎ আৎকাইয়া উঠিল। তাহার মনের উপর মাতার এই বৃথা অপ্রিয় আলোচনা জোর করিয়া চাপিয়া বসিল। থাকিয়া থাকিয়া অকৃতজ্ঞতার একটা দারুণ বিভীষিকা যেন ঝটিকাবর্ত্তে তাহাকে অসামাল করিয়া তুলিল। অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সে বলিল—"দেখ মা, পরের কথা ভেবে আমাদের কি হবে? চিরকাল ত জান, পর কখনও আপন হয় না!"

মাতা সন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহার হৃদয়ের গাঢ় আক্রোশটা যেন কন্যার সহানুভূতিতে তরল হইয়া আসিল। মিনিট কয়েক মাথা গুজিয়া বসিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন—

"যাই নন্দকে গিয়ে বলি, তোদের মতেই আমার মত ?" বলিয়া সত্য সত্যই তিনি বাহির হইয়া গেলেন। সুরমা যেন একটা ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল। তাহার অধরোষ্ঠ অচল হইয়া রহিল।

৫

গ্রামে আসিয়া নানা প্রকারের বাদবিসম্বাদের মধ্যে মোহিতের বিশ্রামস্থান ছিল, স্বরমাদের গৃহ। সেদিন সে স্থান হইতে ঐ ভাবে আক্রান্ত হইয়া সে যেন পৃথিবী ঘোলা দেখিতে লাগিল। অবিমৃষ্যকারিতার তিক্ত স্বাদ তাহাকে গ্রামের প্রতি একেবারে বিমুখ করিয়া তুলিল। এখানে যেন স্নেহও নাই, মায়াও নাই, আচারও নাই, অনুষ্ঠানও নাই, ভালমন্দ বিচারশক্তি বা সামঞ্জস্য-রক্ষার চিহ্নও নাই! আছে শুধু ঈর্ষা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা স্বাতন্ত্র্য!

যে বিন্দুবাসিনী প্রবাসপ্রতিনিবৃত্ত মোহিতকে দেখিয়া অবধি পরম পরিতোষ প্রকাশ করিতেছিলেন, আদরে আপ্যায়নে ঠিক পুত্রের স্থান দান করিয়া বিধবা যেন তাহার মনের সাধে মোহিতের অতিষ্ঠ আত্মাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। যাঁহার স্নিগ্ধ ছায়ায় উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত মোহিত তাপিত প্রাণ শীতল করিতেছিল, সহসা তাঁহার কি হইল, তাহা বুঝিতে না পারিলেও মোহিত নিঃসংশয়ে স্থির করিয়া লইল

যে, স্বার্থে আঘাত পাইয়া বিন্দুবাসিনীর সাদা মন কাল হইয়া পড়িয়াছে। অগ্নির স্পর্শে কোমল উপধান জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মোহিত আর তাহাতে মস্তক রক্ষা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সুখনিদ্রা দিতে পারিবে না। একটিমাত্র জুড়াইবার স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া সে কয়দিন গৃহ হইতে বাহির হয় নাই, অলসের মত সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত অধীত পুস্তকের রাশি সম্মুখে করিয়া পড়িয়া পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিয়াছে।

সন্ত্তঃ বিধবার ললাটস্থ সিন্দূরবিন্দুর ন্যায় পশ্চিমাকাশের রক্তিমচ্ছটা আপন মনে আপনি মিলাইয়া গেল। ধূসর বসনাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। প ক্ষকুলের কলতান দিগ্বলয়ে মিশিয়া গিয়াছে। চাকর প্রদীপ দিয়া গেল। মোহিত ঘরময় পাইচারি করিয়া বেড়াইতেছিল। মহামায়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যারে সদর থেকে কোন খবর এল।"

উত্তর না করিয়া মোহিত মুখ বাঁকা করিল।

মহামায়া সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করিলেন—"সুবিধে হল না বুঝি?"

মোহিত যেন অতি অনিচ্ছায় উত্তর করিল—"না।"

"খবর এল না, না, সুবিধে হল না ?"

"খবর কেন আস্‌বে না, তাদের কি চুপ করে থাক্‌বার যো আছে ?"

"তা হলে সুবিধে হল না, কেন, কোন্ কারণ জান্‌তে পেরেছ ?"

মোহিত আবারও মুখ বাঁকা করিল, বলিল—"কারণ নূতন কি হবে ?"

"তবু ?"

মোহিত উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিল—"গাঁশুদ্ধ সবাই সদরে গিয়ে লাগিয়েছে, রাস্তা হলে তাদের কোন লাভ ত নেই-ই, বরং সমূহ অনেক ক্ষতি ! কারুর ধানের ক্ষেত, কারুর পাটের ক্ষেত রাস্তায় পর্ব্বে, তাদের সর্ব্বনাশ হবে !"

"তুমি তার প্রতিবাদ কল্লে না ?"

"একা আমার প্রতিবাদ কে শোনে !" বলিয়া মোহিত বিরক্ত হইয়া উঠিল।

"তা হলে কি কর্ত্তে চাও ?"

"কিছু না, খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি এই যথেষ্ট।"

"রাস্তার আশাটা ত্যাগ কল্লে ?"

মোহিতের স্বর এবার কঠোর হইল, সে কর্কশ কণ্ঠে

বলিল—"না, আশাভঙ্গের দুঃখ আমার মোটে হয়নি, কারণ এতবড় কাজটা যে হবে, কোন কালেই সে আশা আমার ছিল না।"

"এক কথায় হাল ছেড়ে দাঁড়ালেও ত হবে না দাদা, আমি বলি আর একবার চেষ্টা করে দেখ?"

মোহিত জ্বলিয়া উঠিল—"কেন আমার কি ঘুম হচ্ছে না যে, যারা নিজের ভাল মন্দ বোঝে না, তাদের জন্যে কাণ মলা খেতে যাব?"

মহামায়া খানিকক্ষণ নীরবে রহিলেন। নিজের জমিগুলি অকাতরে ত্যাগ করিয়া শুধু গ্রাম্য জনগণের উপকারার্থ নিজে চেষ্টা করিয়া ডিষ্ট্রিক-বোর্ড হইতে পথের জন্যে যে সাহায্যটা প্রায় হস্তগত করিয়া আনিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে লাগিয়া মোহিতের সঙ্কল্পটাকে পণ্ড করিবার চেষ্টায় তাহার ক্রোধ যে অন্যায্য নহে, ভাবিয়া তিনি ধীরে ধীরে—"নায়েবমশায় এলে তাঁকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিও ত?" বলিয়া যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনই চলিয়া গেলেন।

মোহিত সহসা বসিয়া পড়িল। তাহার বুভুক্ষু হৃদয়কে চাপা দিবার জন্য আলোর নিকটে ঝুকিয়া পড়িয়া সে উচ্চ কণ্ঠে একটা পুরাণ পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল।

## ৬

নন্দ আসিয়া বলিল—"না জ্যেঠাইমা, ওদিকেও সুবিধে হল না।"

বিন্দুবাসিনী নন্দের মুখ দেখিয়াই ভীত হইয়াছিলেন, কথা শুনিয়া যেন একেবারে অকুল সাগরে পড়িলেন, প্রশ্ন করিলেন—"হল না কিরে নন্দ?"

নন্দ রোষে ক্ষোভে পুড়িয়া মরিতেছিল! সুরমাকে হাত করিয়া দিতে পারিলে যে আশাতিরিক্ত পুরস্কার লাভের আশা ছিল, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া একদিকে তাহার যেমন মতিচ্ছন্নের ভাব দেখা দিয়াছিল, অন্য দিকে আবার প্রবঞ্চক জমিদার রামদয়ালের টুটিটা ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্যেও আগ্রহের সীমা ছিল না। রামদয়ালের মুখের উপহাসব্যঞ্জক হাসি ও অবজ্ঞাটা যেন নন্দলালের চিত্ত লালে লাল করিয়া তুলিয়াছিল। এত কালের আশাভঙ্গে সে গুমরিয়া উঠিয়া রামদয়ালের মুণ্ডপাত করিয়া পিণ্ডদানের চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছিল। জ্যেঠাইমার প্রশ্নটা তাহার

কাণেও গেল না। উত্তর না পাইয়া বিন্দুবাসিনী ব্যাকুল কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল্‌ছিস্ নন্দ?"

"বেটার ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খেয়ে ছাড়্‌ব?" বলিতে বলিতে সহসা যেন নন্দলালের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল! সে বিন্দুবাসিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আঃ?"

"আঃ কি করে? কি করে এলি?"

"না, জ্যেঠাইমা, হল না, তাই ত বল্‌ছিলাম, আমি যদি নন্দ মুকুয্যে হই ত দেখে নেব, বেটা কত বড় হারামজাদা?"

জ্যেঠাইমা কাঁপিয়া উঠিলেন—"তোর কি মতিচ্ছন্ন হয়েছে রে নন্দ, তিনি জমিদার।"

"ঢের ঢের জমিদার দেখেছি?" বলিয়া নন্দ একসঙ্গে গোটা দুই শ্বাস টানিল।

বিন্দুবাসিনীর কিন্তু বিশেষ কোন বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না, বরং তাঁহার বুকের ভারটা যেন এসংবাদে অনেকটা কমিয়া আসিল। কেবল যে বয়স্থা কন্যা সুরমাকে গৃহে রাখা যায় না বলিয়াই তিনি এ কার্য্যে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহা নহে, সবলতার ভয় ও সাহায্যের নেশা তাঁহাকে যতটুকু টানাটানি করিতেছিল, তাহার হাত হইতে কাজে কাজে মুক্ত হইয়া তিনি মুক্তির শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। মানুষ যখন অন্নাভাবে

হাহাকার জুড়িয়া দেয়, তখন পাপের অর্থেও তাহার প্রবৃত্তি জন্মে, নিরাশ্রয় ব্যক্তি অযোগ্য আশ্রয়কে বরণ করিয়া লইতেও কুণ্ঠাবোধ করে না, কিন্তু কোন দৈব-প্রতিকূলতায় যদি সে সে সাহায্য বা আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হয়, তবে তাহার কোন দুঃখ বা দৌর্ম্মনস্য ত দেখা যায়ই না; বরং ভিতরে ভিতরে যেন একটা আত্মপ্রসাদই উপস্থিত হয়। রক্ষা পাইলাম, বাঁচিলাম বলিয়া সে হাপ ছাড়িয়া স্থির হয়?

নন্দলাল স্বভাবসুলভ দ্রুতপদক্ষেপে অন্তর্হিত হইল। বিন্দুবাসিনী ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিতে সুরমা সঙ্কুচিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"নন্দদা কি বলে গেল?"

"বলে গেল আমার মাথা, আর তোর গুষ্টির মুণ্ড! আঃ আবাগের বেটি, বুড় ধুড় কেউ কি তোকে পুছ্‌বে? হাড়ীডোম কেউ নেবে না, জাতমান খোয়াতে অলক্ষ্মী এসে ঘরে যায়গা লয়েছে।" বলিতে বলিতে বিন্দুবাসিনীর চোখ অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল।

সুরমার মুখ এতটুকু হইয়া গেল। গাঢ় বেদনার ভারে তাহার প্রাণটা যেন আনৃছান জুড়িয়া দিল। মাতার উপর সে রাগ করিতে পারিল না। আত্মজীবনের প্রতি ধিক্কারে অন্তররন্ধ্র যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সত্যই ত তাহার মত দুর্ভাগিণী পৃথিবীতে দুটি নাই। অনমুরূপ রূপ, বংশ, মান,

মর্য্যাদা প্রভৃতি দিয়া বিধাতা যে অর্থের উপর অনর্থকর কৃপাকটাক্ষ করিয়া সুরমার জীবনকে শুষ্ক মরুপ্রায় করিয়া রাখিয়াছেন। এক অর্থের অভাবে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সেও সুরমা অবিবাহিতা! দুষ্ট লোকের মিষ্ট হাসি ও কুৎসিত আলোচনা তাহার অস্থিমজ্জাগুলিকে বিদলিত করিতেছে। মাতার অজ্ঞাতে হয় ত বা নিজেরও অজ্ঞাতে তাহার চোখ ভিজিয়া উঠিল। বাহির হইতে ষাড়ের মত—"বৌঠান" বলিয়া চীৎকার করিয়া পঞ্চানন ঝড়ের মত একেবারে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল—"বৌঠান, এবার কপাল ফিরে গেল! সুরমা রাজরাণী হবে, পাকাপাকি ঠিক করে তবে আমি খবর দিতে এসেছি?"

বিন্দুবাসিনী কিন্তু পঞ্চাননের এত বড় আনন্দেও যোগদান করিতে পারিলেন না! তাঁহার বুকটা যেন ছাৎ করিয়া উঠিল। পঞ্চানন ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল,—"আয়োজন উদ্যোগ যা কর্ত্তে হয়, কর, মধ্যে একটা মাস বৈ ত নয়, আষাঢ়ের প্রথমে যেদিন ভাল হবে, সে দিনেই বে হবে।"

বিন্দুবাসিনী তথাপি নীরব। তাঁহার গলাটা বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। মূর্খ পঞ্চাননের শুভ সংবাদটাও যেন তাঁহার বুকের উপর ধীরে ধীরে একটা বিষাদের অবসাদ আনিয়া দিল, অথচ তিনি তাঁহার কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না। পঞ্চাননের

মুখের বিশ্রাম ছিল না। বাক্যজাল স্রোতের মত বর্ষিত হইতে লাগিল। পঞ্চানন বলিল,—"এ কি কম ভাগ্যের কথা, পঞ্চানন শর্ম্মা মধ্যে ছিল, তাই, নৈলে কোন্ বেটার সাধ্যি রামদয়ালবাবুকে রাজি করে! মানুষ বল্‌তে মানুষ, রূপেগুণে কুলেশীলে ধনেমানে যেন সাক্ষাৎ দেবতা, যার মত মানুষ এ তল্লাটে আর একটি নেই।"

বিন্দুবাসিনী পঞ্চাননের কৃতিত্বের ব্যাখ্যানে মুহূর্ত্তের জন্য ব্যথিত হইলেন। তাঁহার অন্তর যেন আর্ত্তস্বরে বলিতেছিল,—"বুড় বাঁদরটা না আমার মেয়ে বে কর্ব্বার জন্যে পাগল হয়েছে! তার কাছে আবার অন্য লোকের প্রয়োজন কি? হায়! ভাগ্য যে আমার মাথায় ভার হয়ে চেপে বস্‌ছে! অমৃত বিষে পরিণত হচ্ছে!"

পঞ্চাননের অন্য কোন দিকে লক্ষ্যমাত্র ছিল না। সে বলিয়া চলিল,—"পাকা কথা তোমায় দিয়ে গেলাম বৌঠান, এবার নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমোও। আর কোন শালার হা কর্ব্বার যোটি রাখিনি। যেমনই তোমার পাঁচ কথা শুন্‌তে হয়েছে, তেমনই ঘর বর জুটে গেল, সব শালার বিষদাঁত ভেঙ্গে যাবে।"

পঞ্চানন চলিতে চলিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল,—"হাঁ হাঁ আরেকটা কথা, হাত খরচার জন্যেও তোমায় মোটে

ভাব্‌তে হবে না, পঞ্চানন যখন এর মধ্যে রয়েছে, তখন রামদয়ালের ঘাড় না ভেঙ্গে ছাড়্‌ছে না, সেটা তুমি ঠিক যেন ?”

বিন্দুবাসিনী বার দুই কাঁপিয়া উঠিলেন,—“সে কি কথা ঠাকুরপো, তাঁর কাছ থেকে কেন টাকাপয়সা নিতে যাব ?”

“বাঃ রে, নেব না আর কি, এমন সোণার চাঁদ মেয়েটা দিচ্ছি ?”

বিন্দুবাসিনীর যেন আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা জুড়াইতে ইচ্ছা হইতেছিল। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন,—“না ঠাকুরপো, সে আমি পার্ব্ব না, শেষটা মেয়ে বেচ্‌ব ?”

“তোমার যদি কোন কালে বুদ্ধি হত, নাও নাও, সে তখন বোঝা যাবে ?” বলিতে বলিতে পঞ্চানন লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

৭

মোহিত আগুন হইয়া উঠিল। একাকী ঘরে বসিয়া টেবিল চাপ্‌ড়াইয়া বলিতে লাগিল—"কিছুতে না, কোন রকমে না, প্রাণ থাকৃতে এ আমি হতে দিতে পার্ব্ব না!"

টেবিলের শব্দটা পাশের ঘরে মহামায়ার কাণ এড়াইল না। তিনি ধীরপদে উপস্থিত হইয়া মৃদু স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কার ওপর রাগ করে নিজের হাত ব্যথা কচ্ছ দাদা?"

মোহিত যেন কথাগুলি শুনিতেও পাইল না, সে নিজের মনে পুনর্ব্বারও বলিয়া উঠিল—"বুড় বাঁদর, তার এত বড় স্পর্দ্ধা।"

মহামায়া পৌত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মোহিত তড়িদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—"যেমন করে হ'ক আমি ওর বিষদাত ভাঙ্‌ব, কোন রকমে এমন কাজ আমি হতে দিতে পারি!"

"কি কাজ দাদা?"

"সুরমার বে, জমিদার রামদয়ালটা ক্ষেপেছে। আশী

বছরের বুড়, কবে যমের বাড়ীর অতিত হবেন, ঠিকঠিকানা নেই, তার ঘাড়ে আবার বে কর্ব্বার সখ চেপেছে!"

মহামায়া অধোমুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন,—"রামদয়ালবাবু ধনী, জমিদার, বৃদ্ধ, তাঁকে তুমি এমন করে অপমান কর মোহিত?"

এতটা অধৈর্য্যের জন্য মোহিতের মন লজ্জায় জড়াইয়া পড়িল, মহামায়ার প্রশ্নে তাহার প্রদীপ্ত মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্যের আভাসমাত্রে তাহার হৃদয় কেন যে একান্ত বিদ্রোহী হইয়া পড়ে, যদিচ কিছুদিন যাবৎ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়াও তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না, তথাপি ইহা নিশ্চিত যে, কোন কার্য্যেই এতাদৃশ অধীরতা মানুষের পক্ষে শোভন নহে! অসৎ কার্য্যের নিরাকরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং তাহাতে নিজের চরিত্রগত উৎকর্ষ ও সমাজশরীরের পুষ্টির আশা করা যাইতে পারে, একথা যতই খাটি হউক না কেন? অন্যায়ের দ্বারা ন্যায়ের পথ মুক্ত হইতে পারে না! মোহিতের দ্বিধাবিভক্ত চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। মহামায়া তাহার চিন্তায় আঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তা ছাড়া তোমার এতে ক্ষতিবৃদ্ধি কি?"

কথাটার একটা ধাজ মোহিতের শুষ্ক মুখের উপর

রক্ত আভা ফুটাইয়া তুলিল। যদিচ ইহাতে বা এতাদৃশ অনুষ্ঠানে তাহার একার কোন ক্ষতিবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তথাপি সমষ্টিগত সংস্কারের উদ্দেশ্যে লালায়িত অন্তর প্রতিকূল যুক্তিতে বাধ্য হইতে চাহিল না। মোহিত তার স্বরে উত্তর করিল,—"যাতে পাঁচজনের ক্ষতি, তাতে কি আমার ক্ষতি নেই, আমার আমিত্ব যেটুকু, সে ত পৃথিবীর এই এতকোটি মানুষের একটিকে বাদ দিয়েও হতে পারে না! এতে সমাজে কত বড় কুদৃষ্টান্ত প্রবেশ কচ্ছে, একটা জীবন অকর্ম্মণ্য হয়ে যাচ্ছে!"

মহামায়া মোহিতের মনের ভাব জানিবার জন্য উৎসুকা ছিলেন। খুঁজিয়া খুঁজিয়া ঠিক স্থানটিতে আঘাত করিয়া উত্তর করিলেন,—"তর্ক বা বিচারে হ'য় ত এর নিরাকরণ হবে না, হয় ত তাতে তুমিই জয়ী হবে, তথাপি কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এতে ক্ষতি অপেক্ষা লাভ বেশী। হিন্দুঁর মেয়ের বে হচ্ছিল না, সমাজে ছিঃ ছিঃ ঢি ঢি পড়ে গিয়েছিল, শিগ্‌গির বে'টা না হলে ওর মাকে হয় ত বা লোকের জ্বালায় আত্মহত্যা কর্ত্তে হ'ত। রামদয়ালবাবু দয়া করে তাকে উদ্ধার কচ্ছেন, স্ত্রীহত্যার পাপ থেকে দেশটাকে রক্ষা কচ্ছেন, না দাদা, আমি ত তাঁকে দোষ দিতে পারি না।"

যুগপৎ ক্রোধ ও বিস্ময়ে মোহিতের প্রবৃত্তিগুলি যেন একবার উত্তেজিত হইয়াই নরম হইয়া পড়িল। রামদয়ালের নিঃস্বার্থ সদাশয়তার কথা সে মোটেও বিশ্বাস করিতে পারিল না। জোর দিয়া বলিল,—“এ থেকে মেয়েগুলোকে গলা টিপে মেরে ফেল্লে হয় না ?”

“হ'ত যদি ইংরাজ তার কড়া আইনের রক্ত দৃষ্টি নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা চেয়ে না থাকৃত ?”

মোহিত ক্রমশঃ অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল, সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—“তুমি তা হলে মেয়ে মানুষকে সংসারের আবর্জ্জনার মত যেখানে সেখানে ফেলে দেবার জিনিষ মনে কর, না ? এদের কোন দরদও নেই, দামও নেই।”

মহামায়া অল্প হাসিলেন,—“আমি কিছু মনেও করি না, আমার মনে কর্ব্বার কোন মূল্যও নেই! তবে এটা ঠিক যে, তোমাদের মত পরার্থসাধক সংস্কারকের দলই এদের এত যাতনা বৃদ্ধি কচ্ছে ?”

“যাতনা আবার কিসের ?”

“কিসের তাও হয় ত তোমায় বুঝিয়ে বল্‌তে পার্ব্বনা। কিন্তু সেটা যে কতবড়, তার প্রমাণ মেয়েদের আত্মহত্যা থেকে অনায়াসেই অনুভব কর্ত্তে পারা যায়!”

মোহিত নীরবে রহিল, পুঞ্জীভূত চিন্তা তাহার ঘাড়ে

ভার হইয়া চাপিয়া বসিল। সমাজে যত কিছু কষ্টপ্রদ ব্যাপার সংসাধিত হইতেছে, তাহার মধ্যে কন্যাদায় যে সর্ব্বপ্রধান, আজই নূতন করিয়া যেন এ ধারণা তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! তাহার এত চেষ্টা, এত উত্তমের মধ্যে এতবড় বিষয়টা ত এ পর্য্যন্ত একবার স্থানও পায় নাই। ভাবিয়া ভাবিয়া সে নিজের নিকট ঘোরতর অপরাধ স্বীকার করিয়া ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করিল,—"এর কি কোন প্রতিকার হতে পারে না ?"

"রোগ হলেই তার অষুধ আছে, এ শক্ত রোগ, ব্যবস্থা মত অষুধ জোটা কিছু কষ্টসাধ্য বৈ কি !"

মোহিত উত্তর করিল না। মহামায়া বলিলেন—"তোমাদের মত এম, এ, বি, এ, যারা দেশ উদ্ধার কচ্ছেন, লম্বা লম্বা লেক্‌চার দিচ্ছেন, তাঁরাই আবার নিজের ঘরের এতবড় বিপদে মুখ বাঁকিয়ে সরে যাচ্ছেন ! এত অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনার হাত থেকে এদেশের অভাগিনী-গুলোকে উদ্ধার কর্ব্বার কথা ত একবার তাদের মনেও ওঠে না।"

মোহিত তথাপি নীরব। মহামায়া বলিলেন,—"এ হিসেবে রামদয়ালবাবু যে মস্ত একটা উপকার কচ্ছেন, আমি কিন্তু তা স্বীকার না করে পাচ্ছি না। প্রাণ

দিয়ে যার বে হচ্ছিল না, পায়ে ধরে সেধে যার জন্যে একটা নিরেট গোমূর্খ মেলেনি, তাকে উদ্ধার করে আর না হক, তাদের প্রাণে বাচ্‌বার একটা পথ ত তিনি করে দিচ্ছেন।”

মোহিতের পৃষ্ঠে যেন অতিধীরে এক একটি করিয়া বেত্রাঘাত হইতেছিল। আঘাতকারী অতিকুশলী, তাহাতেই এতগুলি আঘাতে তাহার কোন একটি অঙ্গ ফাটিল না বা রক্ত দেখা দিল না, শুধু ঘায়ের মুখে একটা জ্বালার আভাস পাওয়া গেল। সে যে বিবাহ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া দেশে ফিরিয়াছিল, আজ যেন একটা মহা সমস্যা তাহার সেই প্রতিজ্ঞার গোড়া ধরিয়া নাড়াচড়া জুড়িয়া দিল। তথাপি সে উচ্চ কণ্ঠেই বলিল-

“এর চেয়ে মরাও ভাল—”

কথাটা শেষ করিতে না দিয়া মহামায়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—“কারণ তারা পর, তাদের মৃত্যুতে আমার তোমার কোন ক্ষেদও নেই, ক্ষতিও নেই?” বলিয়াই মোহিতকে একেবারে মোহের ঘোরে হতচেতন করিয়া দ্রুতপদে অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।

৮

শেষ রাত্রি হইতেই টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে-ছিল, থাকিয়া থাকিয়া জলার্দ্র বায়ু যেন একটা শিহরণ সৃষ্টি করিতেছে। শয্যা হইতে উঠিয়া মোহিত দেখিল, তখনও আকাশ পরিষ্কার হয় নাই, স্থানে স্থানে খণ্ড খণ্ড মেঘ অন্যোন্যসংঘর্ষের নিমিত্ত ছুটাছুটি করিতেছে।

গৃহের সম্মুখের খোলা দরজার দিকে দৃষ্টি করিয়া মোহিত একটা র‍্যাপার গায়ে কাত হইয়া শয্যার উপর পড়িয়াছিল। বাহিরের বারিপাতের শব্দ তাহার মনের উপর যেন একটা তৃপ্তির ছায়াপাত করিতেছে। সম্মুখের টগর ফুলের পাপড়িগুলি বৃষ্টিতে ভিজিয়া জোর বাতাসেও ধীরে ধীরে লড়িতেছে। বকুল ফুলগুলি ঝর ঝর করিয়া অনবরত ঝরিয়া পড়িতেছিল। মিশ্রিত একটা সৌরভ যেন সগৌরবে মোহিতের সেবা করিবার জন্য বাতাসের আগে ছুটিয়া আসিতেছে।

কয়দিন হইতেই মোহিত এক চিন্তা করিয়া আসিতেছিল। যুক্তি ও তর্কের সমর বাধাইয়া দিয়াও সে

কোন প্রকারেই রামদয়ালের সহিত সুরমার বিবাহটা সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারিতেছিল না। হাজার হউক, রামদয়ালবাবুর অশীতিবৎসর বয়স! অর্থ কি মানুষের মনে যথার্থ আনন্দ দান করিতে পারে? সুরমা যে সোণার প্রতিমা, ঐ অশীতিপর বৃদ্ধ দ্বারা কি তাহার সেবা সম্ভব হইবে। হৃদয়-দেবতা কি সুখী বা সন্তুষ্ট হইতে পারিবে? না না, বৃদ্ধের পূজোপহার যে অশ্রদ্ধার স্বার্থের দান বলিয়া অসন্তুষ্টিই উৎপাদন করিবে। তাহা কম্পিত হস্তের অর্ঘ্য যে অস্থানে পতিত হইবে, আন্তরিকতাহীন আয়োজন যে ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিফল হইবে!

মোহিত মনের এ কোণ ও কোণ পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করিয়াও ইহার মধ্যে রামদয়ালের বিন্দুমাত্র দয়া বা পরোপকারিতার আভাস অনুভব করিতে পারিল না। হায়! এ যে তাহার অসম্ভব তৃষা ও অদম্য ভোগের নিদর্শন। এ ত গৌরবময় বিবাহ নহে, এ যে কলঙ্ক-কণ্টক, আত্মতৃপ্তির জন্য অনায়াসে অবলার প্রাণনাশের আকুল চেষ্টা। মোহিত ভাবিয়া ভাবিয়া কোন দিকেই কোন পথ দেখিতে পাইতেছিল না। এ বিবাহ না হইলেই বা উপায় কি, সুরমা কি চিরকুমারী থাকিবে? দোষ কি? দোষ সমাজ মানে না, পদে পদে নির্য্যাতন

সহ্য করিতে হয়। হয় হউক, যথার্থ কার্য্যে নির্য্যাতনের ভয় করিলে চলিবে কেন? যে কার্য্যে পাপ নাই, সে কার্য্যে যত উৎপাতই উপস্থিত হউক, মানুষ যদি তাহাও সহ্য করিতে না পারে, তবে আর তাহার মনুষ্যত্ব কি? সহসা মোহিতের চিন্তায় বাধা পড়িল। নন্দলালের টুক্‌টুকে মেয়েটি প্রবেশ করিয়া ডাকিল,—"মোহিতদা?"

মোহিত বিস্মিতের অধিক বিরক্ত হইয়া বলিল,—"বৃষ্টিতে ভিজে তুমি যে বড় বেড়াতে এলে ইন্দু?"

ইন্দু কাপড়ে মাথার জল মুছিতেছিল, ধীরে ধীরে বলিল,—"বাবা বল্লে, তুমি আবার মেয়েদের স্কুল খোল?"

"বাবা বল্লে, না বোন!" বলিয়া ইন্দুর জন্যে শুষ্ক বস্ত্রের অনুসন্ধানার্থ মোহিত উঠিতেছিল। ইন্দু বাধা দিয়া বলিল,—"খুল্‌তেই হবে মোহিতদা।"

মোহিত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল,—"না না আমি আর কখনও অমন কাজ কর্ব্ব না।"

"কেন?"

মোহিতের মনের বিস্ময় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল, সে বালিকার সরল মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল,—"কেন, তা বল্লে কি তুমি বুঝ্‌বে বোন, স্কুল খুলে কি হবে, কে পড়্‌বে?"

ইন্দু বলিল,—আমি ?”

“তুমি ?” বলিয়া মোহিত থামিয়া গেল। নন্দলালের কত বড় নৃশংসতায় যে তাহার এত সাধের বালিকাবিদ্যালয়টি উচ্ছন্নে গিয়াছে, তাহা মনে পড়িতে সে নিঃসন্দেহে স্থির করিয়া লইল, ইহার মধ্যেও নন্দলালের নিশ্চয়ই একটা বড় রকমের চাল আছে। কিন্তু বালিকা ইন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া সে সেসকল কথায় আমল দিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল,—“তুমি পড়্‌বে, কিন্তু পড়াবে কে ?”

“আমি পড়াব বাবা ?” বলিয়া বিন্দুবাসিনী গৃহে প্রবেশ করিলেন।

মোহিতের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া উঠিল, বিস্ময় সীমা লঙ্ঘন করিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্ভ্রমের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—“আপনি পড়াবেন ?”

“হাঁ ?”

মোহিত বসিবার আসন আনিয়া দিল, আনন্দে ও বিস্ময়ে ইঁহারা যে সিক্তবস্ত্রে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা তাহার মনেও হইল না। জিজ্ঞাসা করিল,—“গ্রামের লোক আপনাকে পড়াতে দেবে কেন ? জানেন ত বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীটিকে এরা কত অপমান করে তাড়িয়েছে।”

"জানি, আর জানি বলেই আমি এতে এগিয়েছি, আমার আবার মান অপমান কি, যতটুকু হবার তা ত হয়েই গেছে। তা ছাড়া কেউ ত আমায় খেতে পড়্তে দেবে না।"

মোহিত বুঝিতে পারিল না, এ শুধু ক্ষুধার প্রেরণা না, ইহার মধ্যে আরও কিছু আছে। তাহার মন একটা খোচা খাইয়া যেন অদম্য হইয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"রামদয়ালবাবু শুন্‌লে কি বল্‌বেন?"

"আগে ত খেয়ে বাঁচি তার পর বলাবলি!"

"হয় ত বা তিনি সুরমাকে বে কর্ত্তেও রাজি হবেন না।"

"হন ভাল, না হলেও ভেবে আমি কিছু কর্ত্তে পাচ্ছি না, আমার যে পেটে ভাত নেই, কমরে কাপড় নেই। না বাবা, তুমি আর কারুর কথা ভেব না, যেমন করে পার, একটা বন্দোবস্ত করে দাও, তোমার কল্যাণে মামেয়ে দুদিন অন্ততঃ পেট পূরে খেয়েনি।"

মোহিতের মন আর্দ্র হইয়া উঠিল। চোখের দুটা পাতা যেন ভিজিয়া গেল। তথাপি কিন্তু সে সহসা এ বিষয়ে স্থিরসঙ্কল্প হইতে সাহসী হইল না। বিন্দুবাসিনীর সেদিনের সেই অকারণ অপমান ও তীক্ষ্ণ বাক্যের প্রত্যাখ্যানের কথা আজও তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। সে

নরম স্বরেই উত্তর করিল,—"আপনি যদি একাজ করেন ত আমার আনন্দের সীমে থাক্‌বে না। গ্রামের মধ্যে একটি মানুষও অন্ততঃ যথার্থ কথা বুঝ্‌তে পারে, এ যে আমার কত সান্ত্বনা, তা ত বলে বোঝাতে পার্ব্ব না।"

বিন্দুবাসিনীর মুখ অসম্ভবরূপে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি যেন ইচ্ছাকৃত ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার আশায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"তুমি সব ঠিক করে রাখ বাবা, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, কাল থেকে ইন্দুকে নিয়ে এসে তোমার স্কুলঘরে পড়াতে সুরু করে দেব।" বলিয়া তিনি বালিকা ইন্দুর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে বাটীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

## ৯

"সুরমা ঘরে আছিস্ রে ?" ছিন্ন ছত্রতলে মস্তক রক্ষা করিয়া পঞ্চানন ভিজিতে ভিজিতে বিন্দুবাসিনীর গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বগলে কয়েক জোড়া নূতন কাপড়, একটি সেমিজ, গোটাদুই এসেন্সের শিশি। পশ্চাতে দুইটি কুলি, একটির মাথায় একবস্তা চাউল, ও অপরের মস্তকে একটা প্রকাণ্ড ঝাকায় ডাল তরকারি, তেল, লবন, মসলা। ডাক শুনিয়া সুরমা বাহিরে আসিল, "আছি কাকা ?" বলিয়া দৃষ্টি করিতে তাহার মন বিস্ময়ে ভরিয়া গেল।

এত বৃষ্টিতেও অধিক শ্রমে পঞ্চাননের মুখে কপালে ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি—"এ গুলো আগে ধর ত মা ?" বলিয়া সুরমার উদ্দেশে কাপড়গুলি একপ্রকার ছুড়িয়া দিয়া ডানহাতে সজল ঘর্ম্ম মুছিতে লাগিল।

সুরমা কিছু বুঝিল না, এতগুলি জিনিষের এমন অভাবনীয় আগমন পঞ্চানন বা তাহাদের উভয়ের পক্ষেই

অসম্ভব। কাপড়গুলি পাশের জল চৌকীর উপর রাখিতে গিয়া তাহার দৃষ্টি যেন তাহাতে বিশেষ ভাবে আবদ্ধ হইল। ইহার মধ্যে যে ফরাসডাঙ্গা ও বেনারসের বহুমূল্যের কাপড় রহিয়াছে!

পঞ্চানন তাড়াতাড়ি ভগ্ন ছত্রটি একপাশে রাখিয়া মুটের মাথা হইতে মোটগুলি নামাইয়া এক একটি করিয়া জিনিষ গোছাইতে লাগিল। সুরমার দিকে দৃষ্টি না করিয়াই বলিল,—"দেখ্ ত বোন্, এতে তোদের একমাস চল্‌বে কি না?"

সুরমার মনে হইতেছিল, ইহাতে তাহাদের একবৎসর চলিবে। সে এ কথার জবাব না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এসব কাদের?"

"কাদের আবার, পরের জিনিষ তোদের বাড়ী ঘাড়ে করে নিয়ে আস্‌তে গেলাম আর কি? নে, ঘরে যা, পরে দেখ্ গিয়ে, সেমিজটা তোর গায়ে ঠিক হবে কি না?"

সুরমা নড়িল না, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া পঞ্চাননের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পঞ্চানন এক একবার বাহিরের দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিপাত করিতেছিল। কি জানি বিন্দুবাসিনী যদি আসিয়া উপস্থিত

হয়েন। রামদয়ালবাবুর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও যে জিনিষগুলি আজ দুই তিন দিন যাবৎ তাহার ঘরে জড় হইয়া পড়িয়াছিল, এ সময়টির জন্যে তিনি বাড়ীতে নাই জানিয়াই সে এগুলি লইয়া এবাড়ীতে আসিতে সাহসী হইয়াছে। পঞ্চানন আর একবার বাহিরের দিকে দৃষ্টি করিল, বৃষ্টি কমিয়া আসিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া অল্প হাসিয়া বলিল,—রামদয়ালবাবু পাঠিয়ে দিলেন! আহা অমন মানুষ কি হয়, তাঁর দয়ার শরীর, তোদের অভাবের কথা শুনে থেকেই মহা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

মেঘের কোলে বিদ্যুতের মত সুরমার সুন্দর মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল। পঞ্চানন উঠিয়া দাঁড়াইল, ছিন্ন আর্দ্র ছত্রটি বগলে পুরিয়া বলিল,—"এখন আমি যাই মা? তুমি সব গুছিয়ে রাখ, আর দেখ কাপড় ও সেমিজগুলো মানান সৈ হয় কি না, প'রে আমায় জানিও?" বলিয়া সে সত্য সত্যই প্রস্থান করিল।

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। গাছের পাতা বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া ফোটা পড়িতেছিল। মেঘ কাটিয়া রৌদ্র দেখা দিয়াছে। সুরমা বিস্মিতমনে জিনিষগুলির দিকে বার

বার দৃষ্টি করিতেছিল। বেনারসী সাড়ী ও সেমিজটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে একটা হর্ষ ও একটা আশা যেন যুগপৎ তাহার মন আক্রমণ করিতেছিল। উন্মত্তার ন্যায় বিন্দুবাসিনী গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রত্যাখ্যানজনিত রোষে ক্ষোভে তাঁহার বুক পুড়িয়া যাইতেছিল, চোখ দুটা রক্ত জবার মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখের স্তূপীকৃত জিনিষ তাহার অবসন্ন মনের উপর দ্বিগুণ অবসাদ আনিয়া দিল। বিন্দুবাসিনীর স্বর ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল। কর্কশকণ্ঠ কঠোর করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এসব কি সুর?"

স্বর শুনিয়া সুরমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠিয়াছিল। সে সাহস করিয়া জবাব করিতে পারিল না। বিন্দুবাসিনীর কণ্ঠ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইল, তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাবার মত বড় চেয়ে রৈলি যে রাক্ষুসী, তোর কোন—"

সুরমা কথাটা শেষ করিতে দিল না, কি জানি কি শুনিতে কি শুনিবে। ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"কাকা রেখে গেলেন!"

"কে পঞ্চা না?" বলিতে বলিতে মুহূর্ত্তে ঘটনাটা যেন ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়া বিন্দুবাসিনী চীৎকার করিয়া

বলিলেন,—“সাহসও কম নয়?” সহসা তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন,—“পাপও ত আমি কম করিনি, নৈলে পঞ্চার এত সাহস, আমায় এম্‌নি অপমান করে!” বলিয়া তিনি কাপড়ে চোখ ঢাকিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। জ্বলিত লৌহ যেন গলিয়া গিয়া সুরমার মুখে বুকে ছিট্‌কাইয়া পড়িতে লাগিল। সে তীব্র যাতনায় অধীর হইয়া মাতার অনুগামিনী হইল।

## ১০

মেঘান্তরিত প্রকৃতির মত ক্রোধদীপ্ত মুখে বিন্দুবাসিনী ঠায় বসিয়াছিলেন। সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কন্যার সহিত একটা কথা বলেন নাই, বা কোন একটি কাজে হাত দেন নাই। শুধু সাম্‌নের বাড়ীর একটি বালককে বলিয়া পঞ্চাননকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। পঞ্চাননও আসে নাই, সুরমাও সাহস করিয়া কথাটি বলিতে পারে নাই। সে মুখ গুজিয়া ভাবিতেছিল, তাহার কি অপরাধ! পঞ্চানন নিজে আসিয়া জিনিষগুলি রাখিয়া গিয়াছে, সুরমা তাহাকে ডাকিয়াও আনে নাই, জিনিষগুলি রাখিয়া যাইতেও বলে নাই। তবে বিন্দুবাসিনী কন্যার প্রতি এত বিমুখ হইলেন কেন? ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাহার বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, মা ত একবার সে কথা ভাবিতেও ছেন না। অন্য দিন সুরমার আহারের সময় উত্তীর্ণ হইলে তিনি কত ব্যস্ত হয়েন, বলিয়া কহিয়া গালাগালি করিয়া কন্যাকে আহার করাইয়া তবে তাঁহার অন্য কাজ ছিল। সুরমা শয্যার পাশে রিক্ত ভূমিতে পড়িয়া

পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। কখনও দুঃখে কখনও অভিমানে তাহার সাদা ঠোঁট ফুলিয়া লাল হইতেছে, এক একবার চোখের কোণ ভিজিয়া উঠিতেছে, বুকটা ফুলিয়া ফুলিয়া যেন তরঙ্গের আঘাতে ব্যথা বোধ করিতেছে।

বেলা বাড়িয়া চলিল। পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমের আকাশ জুড়িয়া দাঁড়াইল। রৌদ্র তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া ক্রমে যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। সহসা ডাক শুনা গেল—

"বৌঠান?"

বিন্দুবাসিনী হিংস্রা ব্যাঘ্রীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিতে গিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার দুই চোখ বাহিয়া হু হু করিয়া অশ্রু ছুটিল।

ডাক শুনিয়া অবধি পঞ্চানন ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল। গৃহে প্রবেশ করিয়া বিন্দুবাসিনীর অবস্থা দেখিয়া সে কথাটি বলিতে সাহসী হইল না। বিন্দুবাসিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনের ভার হাল্কা করিলেন, খানিকক্ষণ পড়ে কাপড়ের আঁচলে চোখের জল মুছিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—"তোমার এত সাহস পঞ্চানন!"

পঞ্চানন সাড়া দিল না। বিন্দুবাসিনী আবার বলিলেন, —"আমি যে কত বড় দুর্ভাগা, সেটা তুমি বেশ ভাল করে টের পেয়েছ বলেই আজ তোমার এত সাহস হয়েছে,

তুমি আমার এতবড় অপমানটা কর্ত্তে একবিন্দু চিন্তা করনি, না ?”

পঞ্চানন হাবার মত হা করিয়া চাহিয়া রহিল, ইহার মধ্যে দুঃসাহস বা অপমানটা যে কি; তাহা যেন সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না। বিন্দুবাসিনী তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া আপনাকে চাপিয়া গেলেন, অন্য প্রসঙ্গ না উঠাইয়াই বলিলেন—“একদিন আমারও সব ছিল, আমি ঠিক বিধবাটি হয়েই জম্মাইনি পঞ্চানন যে, মানসম্মান ভুলে মেয়ের বিনিময়ে সুখসম্ভোগ কর্ব্ব ?”

ঘরের মধ্যে সুরমার বুকটা বার দুই কাঁপিয়া উঠিল। বিন্দুবাসিনী বলিলেন—“যাও, মুটে ডেকে আন, যেখানকার জিনিষ ফিরিয়ে দিয়ে এস, এগুলি বাড়ীতে থাকতে আমি জলস্পর্শ কর্ব্ব না !”

আগে হাটিলেও বিপৎ, পিছনে হাটিলেও রক্ষা নাই ! ফিরাইয়া না লইলে বিন্দুবাসিনীর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় নাই, লইলে রামদয়ালবাবুর চাবুকে পিঠের চামড়া শিথিল হইয়া যাইবে ! কাজে কাজেই পঞ্চানন যেন সমুদ্রের মধ্যস্থানে পড়িয়া কোনদিকেই কুলকিনারা দেখিতে পাইল না। বিন্দুবাসিনী তাহার চিন্তায় আঘাত করিয়া বলিলেন—“যাও পঞ্চানন, আমি তোমার গুরুজন, যত

অভাবেই পড়ে থাকি, আমার এ কথা তুমি অবহেলা কর্ত্তে পার না, দাঁড়িয়ে থেকে অপরাধ বাড়িয়ে তুল না!"

পঞ্চানন ইতিমধ্যে মতলব ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল, সে আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া মুটের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। তখন তাহার মুখ মেঘমুক্ত আকাশের মত হাস্যবিকসিত।

মিনিট দশেক পরে সে যখন জিনিষগুলি মুটের মাথায় চাপাইয়া বাটীর বাহির হইতেছিল, তখন বিন্দুবাসিনী ধরা গলায় বলিলেন,—"দেখ পঞ্চানন, বের কথাটাও আমি তোমায় ঠিক করে বল্‌তে পার্চ্ছি না, ওখানে হবে না বলেই ত মনে হচ্ছে!"

পঞ্চানন পাংশুমুখে ফিরিয়া দাঁড়াইল,—"বল কি বৌঠান" বলিয়া পিপাসুর মত চাহিয়া রহিল।

বিন্দুবাসিনী অচল অটলভাবে উত্তর করিলেন—"বোধ হচ্ছে যেন এটা বিধাতার ইচ্ছে নয়।"

"আমি যে পাকা কথা দিয়েছি?"

"তুমি দিতে পার, আমি ত দিইনি, যদিও তোমার কথাই আমার কথা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সে উচিতকে তুমিই অনুচিত করে তুলেছ, এই একটা ঘটনায় তোমাকে আর আমি আপনার বলে মনে কর্ত্তে পার্চ্ছি না।"

ইহার উপর আর কথা চলে না, পঞ্চানন রোষে ক্ষোভে ফুলিতে ফুলিতে বাহির হইয়া পড়িল। আধঘণ্টা পরে সেই স্তূপীকৃত জিনিষগুলি তাহার প্রাঙ্গণে আসিয়া জড় হইল। পঞ্চানন হাসিয়া মনে মনে বলিল—"মাগিটা কি বোকা, জেদের বশে এত বড় ভাগ্যটাকে অবহেলা কল্লে ?"

পাপ বিদায় হইল, বিন্দুবাসিনী যেন মুহূর্ত্তের জন্য আপনাকে মুক্ত মনে করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কন্যার অনাহারের কথা তাহার মন জুড়িয়া দাঁড়াইল, বেদনাভারে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। বাষ্পরুদ্ধ স্বরে ডাকিলেন—"সুরমা ?"

সুরমা মুক্তির শ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি মা ?"

"আজ কি খাওয়া দাওয়া নেই মা ?"

সুরমা জবাব করিল না, তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিয়া গলা চাপিয়া ধরিল। বিন্দুবাসিনী বলিলেন—"মার ও'পর কি রাগ কর্ত্তে আছে রে আবাগের বেটি।"

সুরমা তথাপি নীরব, বিন্দুবাসিনী আবার বলিলেন—"যাও রান্না চাপিয়ে দাও গিয়ে !"

সুরমার ঠোঁট লড়িয়া উঠিল। সে অস্ফুটকণ্ঠে বলিল—"কি রাধ্‌ব মা, ঘরে যে ক্ষুদের কণাটি নেই ?"

বিন্দুবাসিনী ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মস্তক যেন অব্যক্ত যন্ত্রণায় বন্ বন করিতে লাগিল। দীপ্ত রৌদ্রটা যেন হা করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছিল। চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া তিনি সুধু বলিয়া উঠিলেন—"হা ভগবান্?"

## ১১

সকল কার্য্যের সমান বিফলতার মধ্যে বালিকাবিদ্যালয়ের সার্থকতার আশাটা মোহিতের প্রাণে মোহন সুরের ঝঙ্কার তুলিয়া দিল! সে মনে মনে তাহারই একটা নূতন খসরা প্রস্তুত করিতেছিল। নন্দলাল যখন তাহার কন্যাকে পাঠাইয়াছে, তখন আর সে ইহার বিরুদ্ধে কথা বলিতে পারিবে না, বরং অনুকূলে চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবে। তাহা হইলে, মোহিত যেন আনন্দে লাফাইয়া উঠিতেছিল। তাহা হইলে গ্রামের একটি মানুষও সহায় পাইলে মোহিত ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় নিজের দীপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে পারিবে। গ্রাম্য বালিকাগণের আগমনে তাহার স্কুলগৃহখানা ভরিয়া উঠিবে, হয় ত বা স্থান-সঙ্কুলানও হইবে না। না হউক, সেজন্য ত মোহিত ভাবে না, পার্শ্বে একটা বড় ঘর তুলিয়া দিতে তাহার কয়দিন লাগিবে। বাশখড় কিছু কিনিতে হইবে না, সকলই ত তাহার নিজের জমিতে আছে। কয়েকটা মুটে মজুর, সামান্য চেষ্টা করিলে তাহাদেরও অভাব হইবে না।

মোহিত অনন্যচিত্ত হইয়া ভাবিতেছিল, সত্যই কি সে শুভদিন আসিবে, তাহার পুণ্য প্রতিষ্ঠার এতগুলি আয়োজনের মধ্যে একটাও কি সফল হইবে? নন্দলাল যদি আবার বেকিয়া বসে। তাহার কন্যা ইন্দুকে আদর্শ করিতে না পারিলে ত আর আর বাড়ী হইতে মেয়ে আনা যাইবে না। না না, নন্দলাল আর বিমুখ হইতে পারে না, নিজে ইচ্ছা করিয়া যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তাহার প্রতি বিমুখ হওয়া যে কাপুরুষের কার্য্য! কেহ যদি তাহাকে বাধা দেয়, মোহিতের মন বলিল, সে বিষয়ে নন্দলাল নিশ্চয়ই একটা সিদ্ধান্ত করিয়াছে, কিন্তু এখন একমাত্র আশঙ্কা—নন্দলালের চিত্তবৃত্তির স্থিরতা নাই। এই সেদিন সে বালিকা-বিদ্যালয়ের বিপক্ষে কি জঘন্য ব্যবহারটাই করিয়াছে, আর আজ। মোহিতের উৎফুল্ল হৃদয় উৎসাহে ও আশঙ্কায়, আনন্দে ও ভয়ে এক একবার উজ্জ্বল এক একবার তৈলহীন দীপপ্রভার মত মলিন হইয়া উঠিতেছিল। মহামায়া ডাকিয়া বলিলেন—"মোহিত, জল খাবে দাদা?"

মোহিত সাড়া দিল না, আলোআঁধারের মত তাহার হৃদয়ের হর্ষবিষাদের মধ্যে বৃদ্ধার স্বর তলাইয়া গেল। মহামায়া জল খাবারের রেকাব হাতে প্রবেশ করিলেন, বলিলেন—"আহার নিদ্রাও ভুলে যাচ্ছ দাদা?"

অৰ্দ্ধ জাগরিতের মত মোহিত বলিয়া উঠিল—"আবার আমার বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে।"

"আমি যে বারণ করে দিয়েছি দাদা?" মহামায়া কথাটা বলিতে বলিতে থমকিয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্তে মোহিতের মুখচোখ হীনপ্রভ হইয়া উঠিল। সে আর্ত্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"বারণ করে দিলে, কাকে?"

"বিন্দুদিদিকে?"

"আঃ?" শব্দ করিয়া মোহিত চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। খানিকক্ষণ মৌন চিন্তা করিয়া সে সহসা বলিয়া উঠিল—"তুমি শুদ্ধ পাছে লাগ্‌লে ঠাকুরমা, না, না আমার দেশের বাস্তব্য করা আর পুষিয়ে উঠ্‌ল না!"

"আমি তোমার বালিকা-বিদ্যালয় ঠিক করে দেব দাদা?"

মোহিত উত্তর করিল না, বিরক্তিতে বিস্বাদে তাহার মন পলাইয়া পরিত্রাণ পাইবার জন্য হুড়াহুড়ি জুড়িয়া দিল। মহামায়া মৃদু মধুর কণ্ঠে বলিলেন—"বিশ পঁচিশ টাকা মাইনে দিলে যে কাজে লোকের অভাব হয় না, তার জন্যে এত বড় ঘরের একটা বৌকে আমি ত অপমান কর্ত্তে পারি না মোহিত!"

মোহিতের স্বর ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল। সে ওষ্ঠদংশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এতে আবার অপমান হতে গেল?"

"হয় দাদা, যা সমাজ চায় না, চিরকাল যে প্রথা কেউ দেখ্‌তে পায়নি, সে কাজ কর্ত্তে গেলেই তোমার আমার কাছে না হ'ক, অন্ততঃ পাঁচ জনের কাছে মুখ ছোট হবে।"

"তা বলে যা ন্যায্য, যা সৎ, তাও আমরা কর্ত্তে পার্ব্ব না ?"

"অপ্রতিষ্ঠিত জিনিষকে সৎ বলে চালান যায় না মোহিত, যা নেই তাকে যদি ঠিক এই ভাবে ঘরে ঘরে সার্‌তে চাও ত আগে তার প্রতিষ্ঠা কর,সবাইকে বোঝ্‌বার অবকাশ দাও যে, এটা সৎ,—যে এর সাহায্য কর্ব্বে, সেও সৎকার্য্যের জন্য সমাজের ধন্যবাদ এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ কর্ত্তে পার্ব্বে। যদি সে দিন আসে, সমাজকে সেই অবস্থায় নিয়ে দাঁড় করাতে পার, তবে শত সুরমার মা তোমার এ কাজের জন্যে ছুটে আস্‌বে। তাতে কেউ বাদ প্রতিবাদ ত কর্ব্বেই না, বরং সবাই তোমার সহায় হবে।"

এত তর্ক, এত বিচার করিতে গেলে পৃথিবীর কোন বড় কাজ মানুষ করিতে পারে না, এই বুদ্ধিটা মোহিতকে মহামায়ার বিরুদ্ধে সোজা খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল। কাজেই সে কথাটি বলিল না। মহামায়া শান্ত স্বর সহজ করিয়া বলিলেন—"আমি নায়েবমশায়কে পাঠিয়ে কল্‌কাতা থেকে শিক্ষয়িত্রী আন্‌ছি, দুদিন সবুর কর দাদা!"

মোহিত তীব্র স্বরে প্রতিবাদ করিয়া বলিল—"থাক তাতে আর কাজ নেই, একবার হাতে হাতে ফল পেয়েছি, সাধ করে আবার কোন ভদ্র মহিলাকে এনে আমি সাজা দিতে পার্ব্ব না।

মহামায়া অল্প হাসিয়া বলিলেন—"সে সময়টা নবদ্বীপে ছিলাম, জানি না কি ঘটেছে। কিন্তু তোমার আশঙ্কা যদি যথার্থই হয় ত, ঘরের মানুষ নিয়ে যে সেটা আরও ভয়ানক হত। ও সব চিন্তা ছাড়, একবার হয়েছে বলে বারবারই হবে, তার কি কোন মানে আছে মোহিত, যা হয়েছে সে কথা ভুলে যাও, বরং আমি যা বলি, তাই কর, দেখ্‌বে ভগবান্ তোমার মনের কষ্ট রাখ্‌বেন না।"

## ১২

পঞ্চানন বড় ফাঁপরে পড়িল। সে এপাশ ওপাশ ফিড়িতে পারে না। বিন্দুবাসিনীর সহিত দেখা করিতে সাহসও পায় না, লজ্জাও করে। রামদয়ালবাবুর নিকটও সে আর পা বাড়াইতে পারে না। এক ত তাঁহাকে পাঁকা কথা দিয়া আসিয়াছে। দ্বিতীয় সে দিনের সেই দুইশত টাকার জিনিষ উদরস্থ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া তাহার বদহজমির আশঙ্কা হইতেছিল। জ্যৈষ্ঠ মাস কাটিয়া গেল। আষাঢ়ের প্রথমে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ রামদয়ালবাবু মেঘের আগমনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পুনঃ পুনঃ মেঘদূতের কথা মনে পড়িতে লাগিল। কিন্তু পঞ্চানন নড়েও না, বাড়ী থাকিয়াও লোক আসিলে নিষেধ করিয়া দেয়, বাড়ী নাই। কখনও বা বলে, জ্বর হইয়াছে। যতই দিন যাইতে লাগিল, বৃদ্ধের পিপাসাও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিবারাত্র অনাহারে অনিদ্রায় তাঁহার চোখের উপর সুরমার ঢল ঢল রমণীয় মুখখানা ভাসিয়া

বেড়াইতেছিল। আষাঢ়ের নূতন মেঘের ডাক, ফোটা ফোটা বৃষ্টি, ঈষদপ্রাপ্তযৌবনা সুরমার সেই কমনীয় মুখ, নম্র দৃষ্টি, অল্পোন্নত বক্ষঃস্থল রামদয়ালকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। পুনঃ পুনঃ সংবাদ পাঠাইয়াও যখন পঞ্চাননের পাত্তা পাওয়া গেল না, তখন জমিদার রামদয়ালবাবু স্বশরীরে আসিয়া তাহার খড়ের ঘরের দোরে দাঁড়াইলেন। ডাক শুনিয়া পঞ্চানন কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া আসিয়া সসম্মানে বসিতে আসন দিল। কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর রামদয়ালবাবু প্রশ্ন করিলেন—"কি হে ভায়া, আর যে পাত্তা পাওয়া যায় না ?"

পঞ্চানন অকুণ্ঠিতচিত্তে উত্তর করিল—"শরীরটা কদিন ভাল নেই। তা ছাড়া এদিকেই কি কম ঝঞ্ঝাট, দিন ক্ষণ স্থির করে তবে ত যাব।"

রামদয়ালবাবুর শুষ্ক মুখ সরস হইয়া উঠিল। তিনি মরুপ্রদেশস্থ চাতক পক্ষীর ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। পঞ্চানন বলিল—"আজ আমার বাড়ী পবিত্র হল, কিন্তু এত পরিশ্রম কর্ব্বার কি দরকার ছিল। পনরই বিশে দুদিন আছে, কোনটা ভাল স্থির করেই আমি যাচ্ছি, আপনি ওদিকের সব যোগাড় করে রাখুন।"

জমিদার মহাশয়ের শুভাগমনের সাড়া পাইয়া পাড়া-

প্রতিবেশী অনেক আসিয়া জড় হইতেছিল। এত লোকের সম্মুখে রামদয়ালবাবুর জিহ্বাটা কেমন জড়াইয়া আসিতে লাগিল। তিনি আর এ প্রসঙ্গ না উঠাইয়া অবান্তর দুচার কথার পর উঠিয়া পড়িলেন।

আর বসিয়া থাকা চলে না। জলে বাস করিয়া কুমীর ভাড়াইয়া চলা অসম্ভব। পঞ্চানন উঠিয়া দাঁড়াইল। উড়নিখানা কাঁধে ফেলিয়া সুরমাদের দোড়ের গোড়ায় আসিয়া "বৌঠান?" বলিয়া দাঁড়াইতে নন্দলাল পাশ কাটাইয়া ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চাননের মুখ শুকাইয়া উঠিল। পথে বাহির হইয়া অশুভ দর্শন করিয়া লোক যেমন অভিপ্রেতসিদ্ধি বিষয়ে হতাশ হয়, সে যদিও তেমনই হতাশ হইয়া পড়িল, তথাপি কপাল ঠুকিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া একেবারে প্রশ্ন করিয়া বসিল—"বৌঠান, কাজটা কি ভাল হবে?"

বিন্দুবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন কাজটা?"

"সুরমার বে, সব ঠিক-ঠাক করে, শেষটা নিষেধ কর্ত্তে গেলে যে রামদয়ালবাবুর অপমানের শেষ থাকবে না।"

বিন্দুবাসিনী বিষম চিন্তায় পড়িলেন। নন্দলাল এইমাত্র সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে নিষেধ করিয়া গেল। তাহা ছাড়া সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞের মত বলিয়া গিয়াছে, যেমন করিয়া হউক,

সৎপাত্রে অতি সত্বর সুরমার সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিবে। কিন্তু বিন্দুবাসিনীর পক্ষে যে তাহা আকাশকুসুমের চিন্তা! হাতের ভাত ঠেলিয়া ফেলা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, সে ভাত বাসিই হউক, পচাই হউক। শাস্ত্রকারেরাও এ কথার সমর্থন করিয়াছেন, ধ্রুব বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতের দিকে ধাওয়া করিয়া কি জানি তাহার এপথ ওপথ দুপথই বন্ধ হইবে! বিষণ্ণ স্বরে উত্তর করিলেন,—"নন্দ যে বারণ করে।"

"নন্দ বারণ করে?" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিতে উঠিতে পঞ্চানন কি ভাবিয়া থামিয়া গেল। অল্প হাসিয়া বলিল,—"পাগলের গোবধে আনন্দ বৌঠান, তুমি ওর কথা শুন্‌ছ, আর আমার কথা শুন্‌বে না। পরের কথায় হাতের রত্ন হেলায় হারাবে।"

বিন্দুবাসিনী উত্তর করিলেন না, তাঁহার হৃদয়েও যেন সুদূরস্থিত একটি ক্ষীণ আশা উঁকি দিয়া তাঁহাকে এ পথে পদার্পণ করিতে নিষেধ করিতেছিল। পঞ্চানন বলিল—"আমি ত তোমার পর নৈ বৌঠান, যাতে সব দিকে সুবিধে হবে, তা ভেবেই অনুরোধ কর্চ্ছি।"

বিন্দুবাসিনী তথাপি নীরব। পঞ্চানন যেন একটু রুষ্ট হইয়া প্রশ্ন করিল,—"কি বল বৌঠান?"

"আজ যাও ঠাকুরপো, তোমায় আমি আজও ঠিক করে কথা দিতে পার্ব্ব না, ভেবে দেখি ?" বলিয়া আর কথা বারাইতে না দিয়া বিন্দুবাসিনী পাশের দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

## ১৩

দিনতিনেক পরে মোহিত নন্দলালের গৃহে বসিয়া নানাপ্রকারের আলাপ আলোচনা করিতেছিল। বালিকাবিদ্যালয়-ঘটিত দুর্ব্ব্যবহার আজ যেন আর কাহারও মনে নাই। নন্দলালকে স্বদলে পাইয়া মোহিত লাঞ্ছনা গঞ্জনার কথা বিস্মৃত হইয়াছে। নন্দলাল পাকা লোক, পুরাণ ঘটনার অমূলক কতগুলি জল্পনা কল্পনা হৃদয়ে স্থান দিয়া লজ্জিত বা দুঃখিত হইবে, সে স্বভাবই তাহার নহে। সে সদর্প আন্দোলনে মোহিতকে মুগ্ধ করিয়া লইয়াছিল। মোহিতও যেন মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারে না, কথা প্রসঙ্গে এক সময়ে বলিল—"আমার বিশ্বেস, আপনি চেষ্টা কল্লে পুকুরগুলো কাটবার ব্যবস্থাও হতে পারে।"

"তোমাদের আশীর্ব্বাদে সে বিশ্বেস অনেকের আছে, একবার দেখই না, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।"

মোহিত আশান্বিত হইয়া নন্দলালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নন্দলাল বলিল—"অমুতে অসাধ কার,

পাঁচ জনের হয়ে তুমি যা কর্ত্তে চাচ্ছ, এতে কি কারুর অনিচ্ছা হতে পারে! কিন্তু গায়ে যে মানুষ নেই। কাকে নিয়ে কি করি। এ গায়ের কোন বেটা ত লেখা-পড়ার নাম কর্ব্বে না, সবাই 'যেন সরস্বতীর বর পুত্তুর। কারুর মুখ থেকে ক-অক্ষরটি বেরুবে না। যত সব গোমুর্খ, এদের নিয়ে কোন কাজ কর্ব্বার সাধ্যি আছে, এসব ভেবেই ত গোড়ায় পেছিয়ে পড়েছিলাম। যে কাজ হবে কি না ঠিক জানি না, সে কাজে আমি হাত দি কি করে!"

মোহিতের মুখে নিরাশার একটা অস্পষ্ট রেখা অঙ্কিত হইল! নন্দলাল দৃষ্টি করিয়া তাহার মনের অবস্থাটা বুঝিয়া সাহস দিয়া বলিল,—"তবে যে নেবেছি,—সে কেবল তোমার অনুরোধে, আর একবার যখন নেবেছি, তোমাকে কথা দিয়েছি, তখন তুমি না বল্লেও আমার প্রাণপণ করে দেখ্‌তে হবে।"

মুহূর্ত্তে নিরাশার নেশা কাটিয়া আশার উল্লাসে মোহিতের মুখ হাসিয়া উঠিল। নন্দলাল অল্প হাসিয়া অতিবড় ভালমানুষটির ভাণ করিয়া বলিল,—"তুমি হয় ত ভেবেছ, তোমার নন্দদা একটা অকেজো লোক, তার এতে মোটে প্রবৃত্তি নেই। কিন্তু আমার আপত্তির কারণটা যদি জান্‌তে, এক ত সন্দেহ নিয়ে কাজে নাব্‌ব, সে

বাপের ছেলেই আমি নৈ ! তা ছাড়া ঐ বুড়ো বাঁদরটার হাতে পায়ে ধরা, দিন রাত খোষামুদ, মুখের লজ্জায় উপেক্ষা কর্ত্তে পারিনি ।”

মোহিত স্থিরস্বরে প্রশ্ন করিল,—“রামদয়ালবাবু কেন এর বিঘ্ন হচ্ছিলেন ? এতে ত তাঁর লাভ ছাড়া ক্ষতি দেখি না ?”

“সাপে কাম্‌ড়ায়, সে তার স্বভাব, তা ছাড়া তুমি এসে এসব কাজ করে, নাম কর্ব্বে, ওকে কেউ পুছ্‌বে না, এটা যে ওর বুকে শেলের মত বিঁধ্‌ছে ।”

মোহিত দিন দিনই ঘটনাগুলিকে জটিল সমস্যা-জড়িত মনে করিতেছিল । লাভ হউক, লোকসান হউক, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বপ্রাধান্য রক্ষার জন্য এদেশের লোকগুলি না করিতে পারে, এমন কাজ নাই । নন্দলাল এবার স্বর গম্ভীর করিল, মোহিতের চিন্তায় বাধা দিয়া বলিল,—“তোমার মেয়েস্কুল ত করে দিয়েছি, পুকুর কাটার বন্দোবস্ত যে দুদিনেই হবে, সে আমি জোর করেই বলে দিচ্ছি । মোহিত, তুমি যদি ঐ বুড়ো বাঁদরটাকে—”

“মুকুয্যে মশাই ঘরে আছেন ?”

সহসা নন্দলালের কথা বন্ধ হইল, সিংহের স্বরে শার্দ্দূল যেন স্ববিবরে প্রবিষ্ট হইবার জন্য চিরপরিচিত পথ

খুজিতে লাগিল। রামদয়ালবাবুর বাড়ীর গমস্তা গৃহে প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিয়া বলিল,—"কত্তামশাই বলে পাঠালেন, বাকি খাজনার হিসেব নিকেশ করে বিকেল বেলায় দিয়ে আস্‌বেন ?"

নন্দলালের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রায় পচিশ বৎসর যাবৎ জমিদারকে ফাকি দিয়া সে ব্রহ্মোত্তরের মত যে বাড়ীখানা ভোগ করিতেছিল, তাহার খাজনা যে এক পুরুষে পরিশোধ করিতে পারিবে, সে সম্ভাবনাও তাহার ছিল না। নন্দলাল মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে আমতা আমতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,— "এত কাল পরে আজ যে খাজনার জরুরি তলব ?"

"তার আমরা কি জানি, এতকাল নিষেধ ছিল, নাম করিনি, আজ হুকুম হল, তাগাধা কর্ত্তে এলাম ?'

নন্দলাল মোহিতের প্রতি সভয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"পঞ্চানন বলেছে না ?"

"তিনি ত হামেসা যাচ্ছেন, দিনরাত পরামর্শ হচ্ছে, কি বলেছেন না বলেছেন, কি করে বল্‌ব ?"

"তারি কাজ ?" বলিয়া নন্দলাল থামিতে মোহিত নির্ভয়ে বলিল,—তা বেশ ত, তাঁর ন্যায্য পাওনা, দিয়ে এলেই ফুরিয়ে গেল।"

নন্দলাল প্রকাশ্যে উত্তর করিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মন পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল,—"তুমি ত বলে খালাস, আমি যে ঘটিবাটি বেচেও অত টাকা সংগ্রহ কর্ত্তে পার্ব্ব না, তা ছাড়া রামদয়ালের কোপে পল্লে ত রক্ষে থাকবে না।" প্রকাশ্যে গমস্তাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বের কি হল গমস্তামশাই।"

"সব ঠিকই হয়ে আছে। পঞ্চানন ত সেদিন বল্‌ছিল, পনরই হবে।"

"তাই না কি?" বলিয়া নন্দলাল মুচ্‌কি হাসিল। গমস্তা বলিল,—"আপনি যেতে বিলম্ব কর্ব্বেন না, জরুরি হুকুম?" বলিয়া সে চলিয়া যাইতে নন্দলাল বলিয়া উঠিল,—"দেখ্‌লে পঞ্চার আক্কেলটা! নন্দলাল শম্মাও বলে রাখ্‌ছে, শিকি পয়সা দেব না। এ বাড়ী আমাদের ব্রহ্মত্তর, বাপপিতাম কেউ এক পয়সা দেয়নি।"

মুখে বলিলে কি হয়, উত্তরে মোহিতের নিকট হইতে বিন্দুমাত্র উৎসাহ না পাইয়া প্রবল ভাবনায় নন্দলালের বুকটা দুরু দুরু করিতে লাগিল। মোহিত অন্য প্রসঙ্গ উঠাইবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিল,—"তা হলে কাল যাচ্ছেন ত? গিরিশ গাঙ্গুলিকে বলে কয়ে আগে তার পুকুরটাই কাটাতে চাই।"

নন্দলাল অন্যমনস্কের মত 'হু' বলিয়াই নীরব হইল। মোহিতও ভাবগতিক ভাল বুঝিতে না পারিয়া প্রস্তাবটা অসময়ে উঠান হইতেছে মনে করিয়া উঠিয়া পড়িল।

"সুরমা যে তোমার জন্তে বসে রয়েছে।"

মোহিত চমকিয়া উঠিল। মহামায়া বলিলেন,—"কদিন তার মার জ্বর হয়েছে, আজ নাকি বড্ড ছট্ ফট্ কচ্ছে, কব্‌রেজ ডাক্তার দেখান হয়নি, মেয়েটা দায়ে পড়ে, লজ্জা সরম ভুলে এতগুলি পথ হেটে এসেছে।"

মোহিত জামা খুলিতেছিল, বিপরীত ভাবে সেটাকে আবার পড়িয়া লইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল,—"তাকে ডেকে দাওনা।

"কেন, তুমি এখুনি যাবে না কি?"

মোহিত বিস্মিতের ন্যায় চাহিয়া রহিল। মহামায়া বলিলেন,—"এত রদ্দুর, না খেয়ে না দেয়ে, না দাদা, সে হতে পারে না। তুমি চান করে খেয়ে নাও, আমি ততক্ষণ পচার মাকে দিয়ে সুরমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি?"

"তার কিন্তু ক্ষুধা নিদ্রা নেই, যে হেতু সে গরীব, বিশেষ তার মার অসুখ, আরও বিশেষ যে আমাদের কাছে এসে হত্যা দিয়েছে।"

মহামায়া অল্প হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"হবে হয় ত?"

"সুরমাকে ডেকে দেবে কি না বল ত?" বলিতে বলিতে মোহিত হাটিতে আরম্ভ করিয়া দিল। চলিতে চলিতে সে দেখিল, লজ্জায় গঠিত একটি কমনীয় রমণী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে তাহার অনুগমন করিতেছে।

শঙ্কায় শঙ্কোচে সুরমার গতি ধীর, মস্তক নত। নির্জ্জন পথে স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে যুবকযুবতী নীরবে চলিতেছিল। সুরমার ভার মন যেন পুনঃ পুনঃ স্পন্দিত হইতেছে। বৃক্ষপত্রের ছিদ্রপথে দীপ্ত রৌদ্রের প্রভা গলিত স্বর্ণের মত পথের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে, আর তাহার একটা আভা সুরমার অনাবৃত চিন্তাচ্ছন্ন রমণীয় মুখখানাকে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। সহসা দূরে বৃক্ষের শাখায় বসিয়া একটা পাখী ডাকিয়া উঠিল। মোহিত জিজ্ঞাসা করিল—"মার জ্বর, এতদিন খবর দাওনি যে?"

স্নেহপ্রবণ অনুযোগের আঘাতে সুরমার হৃদয়-বীণার তারগুলি যেন বেসুরা বাজিয়া উঠিল। সে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া মৃদু মধুর কণ্ঠে বলিল,—"কি করে খবর দেব, ডেকে ডেকে একটি লোক পাইনি?"

"আগে ত তুমি নিজেই রোজ আমাদের বাড়ী বেড়াতে আস্‌তে, বয়স হয়ে বুঝি ভয় বেড়েছে?"

কি আশ্চর্য্য, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের ভীতিটা যে

স্বাভাবিক, তাহাও কি এই এতবড় শিক্ষিত লোকটিকে বলিয়া দিতে হইবে! সুরমা নীরবে পথ চলিতে লাগিল। মোহিত বলিল,—"এক পাড়া, দুরই বা কত, একটিবার খবর দিতে পারনি ?"

কথাটা শেষ না হইতেই উভয়ে আসিয়া, বিন্দুবাসিনীর শয্যার নিকট উপস্থিত হইল। বিন্দুবাসিনী জ্বরের বেগে ছট্ ফট্ করিতেছিলেন। মোহিত বাহিরে যাইতে যাইতে বলিল, —"যাই আগে ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি ?"

সুরমা শঙ্কুচিত স্বরে বলিল,—"মা যে ডাক্তারের অষুধ খেতে চাচ্ছেন না।"

মোহিত একবার দাঁড়াইল, এতবড় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাহার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সময় বুঝিয়া সে আপনাকে সম্বরণ করিল। চলিতে চলিতে বলিল,— "কি আর কর্ব্ব, কব্রেজ মশাইকে খবরদি ?

দিন কাটিতে লাগিল, বিন্দুবাসিনীর জ্বর ছাড়ে ছাড়ে ছাড়ে না। কোন দিন যন্ত্রণার লাঘব হয়, কোন দিন বা তিনি সমস্ত দিবারাত্রি ছট্ ফট্ করিয়া কাটাইয়া দেন। মোহিত চিকিৎসক ডাকা, ঔষধ আনা, পথ্য যোগান, প্রভৃতি কার্য্যে আত্মাকে ব্যাপৃত করিয়া রাখিয়াছিল, আর পুলকপূর্ণ দৃষ্টিতে সুরমার কার্য্যপ্রণালী

দেখিতেছিল। তাহার আহারনিদ্রা জ্ঞান ছিল না। ঠিক দেবীর মত কন্যা যেন মাতৃ-স্থান অধিকার করিয়া প্রাণের মায়া বিস্মৃত হইয়া সন্তানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সুরমার বিশ্রাম ছিল না, শ্রান্তি ছিল না, কান্তি যেন দিন দিন রমণীর গৌরবে কমনীয় হইয়া উঠিতেছিল। অহোরাত্র সমান যত্ন, তুল্য পরিচর্য্যা। চোখে নিদ্রা নাই, উদরে ভাত নাই, মুখে কথাটি নাই! সুরমা যেন আমিত্ব ভুলিয়া গিয়াছিল। মোহিত তাহার এই অচিন্তনীয় কার্য্য দেখিয়া আনন্দের ফোয়ারায় স্নান করিয়া শীতল হইতেছিল। সুরমার প্রতি অঙ্গ হইতে যেন স্ত্রীলোকের নিজস্ব মাতৃত্বের কর্ত্তব্যতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সে আধারে অহঙ্কার ছিল না, অভাব-জ্ঞান ছিল না, বিচার ছিল না, আবিলতা ছিল না, সুধু প্রেম, শুধু ভালবাসা, শুধু কর্ত্তব্য নিষ্ঠা বিরাজ করিতেছিল। সে দিন দ্বিপ্রহরে বিন্দুবাসিনী অনেকটা সুস্থ ছিলেন, সুরমা মাতার পা কোলে করিয়া টিপিয়া দিতেছে। মোহিত পাশের ঘরে বসিয়া একখানা ডাক্তারি পুস্তক পড়িতেছিল। সহসা বাহিরে নন্দলালের গলার আওয়াজ শুনা গেল। সে ডাকিল,—"সুরমা?"

সুরমা—"কি?" বলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়াই

মলিন মুখে জড়সড় হইয়া বসিয়া পড়িল। আষাঢ়ের গুমট পাকান গ্রীষ্ম যেন তাহার কপাল ও মুখ ঘর্ম্মে ক্লান্ত করিয়া তুলিল। মোহিত বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"নন্দদা না ?"

কথাটার সঙ্গে সঙ্গে সেও হতবুদ্ধি হইয়া গেল। নন্দলালকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া রামদয়ালবাবু প্রবেশ করিলেন। মোহিতের মুখে কথা ফুটিল না, কিন্তু হাত তাহার কাজ করিল, সে তাড়াতাড়ি আসন আনিয়া দিল। রামদয়াল-বাবু বসিয়া পড়িয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাল আছ ভায়া ?"

মোহিত বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেছিল, রামদয়ালবাবুর পাকা চুলগুলি কাল হইয়াছে, দাতগুলি নূতন রূপায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে। পরিধানে মিহি নরুন পেড়ে ধূতি যেন মুখ মেলিয়া হা হা করিয়া হাসিতেছে। সে রামদয়ালবাবুর প্রশ্নটার উত্তর না করিতে পারিয়া বোকার মত হা করিয়া চাহিয়া রহিল। নন্দলাল বলিল—"মোহিত, জ্যেঠাইমাকে বল, রামদয়ালবাবু সুরকে পাকা দেখা দেখ্তে এসেছেন!"

সে মুহূর্ত্তে সেস্থানে বজ্রপাত হইলেও মোহিত তত বিস্মিত বা ব্যাকুল হইত না, এ সংবাদে তাহার মনের উপর যতটা বিস্ময় ও ব্যাকুলতা আনিয়া দিল। সে অন্য সমস্ত

ভুলিয়া কেবলমাত্র নন্দলালের চরিত্র-বৈচিত্র্যের কথাই ভাবিতে লাগিল।

রামদয়ালবাবু কিন্তু কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, নন্দলালের হাত হইতে এক জোড়া সাদা গরদ লইয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দশটি টাকা ও কাপড়জোড়া শয্যায় শায়িতা বিন্দুবাসিনীর পায়ের উপর রাখিয়া নমস্কার করিলেন।

বিন্দুবাসিনী যেন সাপ দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন। পা টানিয়া লইতে টাকাগুলি ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। মোহিত মনের ব্যাকুলতাটাকে চাপা দিয়া রাখিয়া অতিকষ্টে বলিল—"ওঁর এতবড় ব্যামো, এর মধ্যে পাকা দেখা ?"

"কাল যে পঞ্চানন সব ঠিক করে এসেছে ?" বলিয়া নন্দলাল থামিতে বিন্দুবাসিনী গৃহমধ্য হইতে ডাকিলেন—"বাবা মোহিত ?"

মোহিত বাড়াণ্ডা হইতে তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করিল, কি করিবে, কি বলিবে, তাহা যেন তাহার বুদ্ধিতে যোগাইতেছিল না। বিন্দুবাসিনী বলিলেন—"তুমি ওদের এগুলি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বল বাবা ?" বলিয়া কাপড় ও টাকা কয়টা অঙ্গুলীদ্বারা দেখাইয়া দিলেন। এই কথাকয়টিতে

যেন রামদয়ালবাবুর ঘুম ভাঙ্গিল, তিনি সুরমার প্রতি আবদ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া আনিয়া যেন শঙ্কোচের ভাণ করিয়া বলিলেন— "কেন মা, এ যে তোমার সন্তানের দান ?"

মোহিত অতিকষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিল। সুরমা ঘর হইতে বাহির হইতে না পারিয়া যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল। নিরুপায়ে পতিতা কন্যার দিকে দৃষ্টি করিয়া বিন্দুবাসিনী বলিয়া উঠিলেন—"তুমি এগুলি বাইরে নিয়ে রাখ মোহিত, আর ওঁকেও বাইরে গিয়ে বস্‌তে বল !"

রামদয়ালবাবু বাধ্য হইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বিন্দুবাসিনী তাঁহার কর্ণগোচর হয়, এমন ভাবে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"আমায় অপমান কর্ত্তে ত ওঁরা বাকি রাখেননি মোহিত, সেদিন পঞ্চাননকে দিয়ে কতগুলো কি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যদিও আমি ভয়ে কপর্দ্দক স্পর্শ করিনি, সঙ্গে সঙ্গেই মুটে করে ফেরৎ পাঠিয়েছিলাম, তবু যেন তার স্পর্শে আমার এ বাড়ী অপবিত্র হয়ে রয়েছে, আজ আমার শরীরটাও অপবিত্র হল।" বলিতে বলিতে বিধবা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বাহিরে দাঁড়াইয়া রামদয়ালবাবু কথাটা শুনিয়া তাঁহার অতিযত্নে আনীত বহুমূল্যের জিনিষগুলির পরিণাম কি হইয়াছে তাহা ভাবিয়া যেন অন্ধকার দেখিতে

লাগিলেন। মোহিত টাকা ও কাপড় নন্দলালের হাতে দিয়া ধীরে বিনীতকণ্ঠে বলিল—"ওঁর এ ব্যারাম থাকৃতে পাকা দেখাও হতে পার্ব্বে না, বেও হতে পার্ব্বে না। পঞ্চাননবাবু যে কেন এদের না জানিয়ে আপনাকে অমন কথা দিয়েছেন, তাও বল্‌তে পারি না!"

রামদয়াল স্তম্ভিত হইয়া উঠিল, বৃদ্ধের নিকট আজ এই অভিনয়গুলি যেন কেমন একটা লজ্জার কারণ বলিয়া মনে হইল। মোহিত আবার বলিল— "এসব কি, ঘুষ দিয়ে ত মানুষ বশ কর্ত্তে পারা যায় না!"

তাহার কথাটা শেষ হইতে পাইল না, বিন্দুবাসিনী প্রায় চীৎকার করিয়া বলিলেন—"তুমি বলে দাও মোহিত, আমি নিজে খবর না দিতে কেউ যেন আমার ওপর অনুগ্রহ করে আমায় অপমান কর্ত্তে আসেন না।"

LIBRARY ... U, HOWRAH.

"কতবড় আস্পর্দ্ধা বল ত?

মহামায়া মনের কথা চাপিয়া রাখিয়া বলিলেন—"আমি কারুর দোষ দি না দাদা, সবার বুদ্ধিও যখন সমান হয় না, নিজের কাজও কেউ দোষের চক্ষে দেখে না, তখন তাঁরা যা কর্চ্ছেন, তাই বা মন্দ বলে ঠিক করি কি করে!"

মোহিত পূর্ব্ব হইতেই উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছিল, এবার উত্তপ্ত বারুদের মত ছড়াইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—"তা হলে তুমিও ওদের ত্যাগ কর, লেঠা চুকে যাক!"

মহামায়া হাসিলেন, হাসিটুকু যেন বর্ষীয়সী বিধবার শান্ত মুখে লাগিয়াই ছিল। তিনি স্থিরকণ্ঠে ধীর স্বরে বলিলেন—"ত্যাগ আমি কাউকে কর্ব্ব না, যার ইচ্ছে যায় সেই আমায় ত্যাগ কর্ব্বে?"

"আমি গ্রামের কাউকে নিয়ে খাওয়া দাওয়া কর্ব্ব না!"

"তবেই ত দেখ, তুমিই বা বড় হলে কিসে, ওরা দোষ দিচ্ছেন, অপবাদ দিচ্ছেন, এক ঘরে করতে চাচ্ছেন, আচ্ছা নয় ত ধরেই নিলুম, ওদেরই দোষ। ওরা লেখাপড়া জানেন না, চিরকাল গ্রামে বাস করে অন্ধের মত যা ইচ্ছে

করে বিবেক হারিয়ে বসেছেন, কিন্তু তুমি যে এম, এ, পাশ কল্লে, এতকাল সহরে রৈলে, কৈ তোমার মধ্যেও ত এতটুকু ত্যাগ স্বীকার নেই।"

মোহিত ন্যায্য কথায় মনে মনে লজ্জিত হইল, কিন্তু মুখে তাহার আভাসমাত্র প্রকাশ না করিয়া সমুচ্চকণ্ঠেই বলিল—"পাপীকে তার শাস্তি না দেওয়াই পাপ?"

"পাপ কার কতখানি, সে বিচারশক্তি ত দাদা আজও আমার হয় নি, তা ছাড়া সত্যি যদি ওরা ঠিক ঐভাবের পাপই করে থাকে ত আমার মনে হয় ওরা অনুগ্রহের পাত্র। কারণ অকারণে এতবড় প্রাশ্চিত্তের যারা ব্যবস্থা কর্ত্তে পারে, একটা বিধবাকে অপমান করে মিথ্যে অপবাদে এক-ঘরে কর্ত্তে চায়, আমি কিন্তু তাদের মত দীন অভাগা আর দেখি না। যদি কেউ প্রকৃত দয়ার পাত্র থাকে ত তারা, যারা এত বুদ্ধিহীন, এত শঠ, এত কাতর, এত পরপীড়ক।"

মোহিত খানিকক্ষণ স্তব্ধের মত বসিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিল—"কিন্তু গ্রামের কেউ ত সুরমাদের নিয়ে খেতে চায় না, এক পক্ষ ত্যাগ নিশ্চিত?"

"সে ত তোমায় আগেই বলেছি, ত্যাগ কর্ব্বার সাহস আমার নেই, সে আমি পার্ব্বও না।"

"কিন্তু আমি যেন আর এদের সংশ্রবও সহ্য কর্ত্তে পারি না।"

"পারি না বল্লে যে তোমাদ্বারা কোন কাজই হবে না, সেটা স্থির, ঘৃণা কখনও সদ্ভাব বহন করে না মোহিত! তা ছাড়া মানুষ মাত্রেই স্নেহের অধীন, কাজ কর্ত্তে হলে ঘৃণা ভুলে মান অপমান ভুলে ঐ একটি জিনিষ নিয়ে ব্যবসায় সুরু করে দাও, দেখ্‌বে অত লাভ আর কোন জিনিষে নেই। দুদিনে না হ'ক, দশ দিনেও মানুষ তোমার নিকট ধরা দেবে। বুঝিয়ে বল্লে দোষ গুণ বুঝ্‌বে, তবেই দেশের যথার্থ কাজের দিন আস্‌বে।"

মোহিত মুখ নীচু করিয়া রহিল। বৃদ্ধা বলিলেন—"দোষ করুক অপরাধ করুক, তারা গ্রামের মানুষ, যেভাবে যেমন করে হ'ক, এরাই গ্রামকে রক্ষা করেছে, এই যে মুমূর্ষুর শেষ নিঃশ্বাসের মত গ্রামের প্রাণটা ধিকি ধিকি করে এখনও সজীবতা ঘোষণা কচ্ছে, এ কার সাহায্যে, তোমার ত নয় মোহিত, এর জন্যে যা কর্ব্বার তা দুষ্ট অশিক্ষিত গ্রামের মানুষগুলোই করেছে।"

এতগুলি কথার উত্তরে মোহিতের মুখে একটি মাত্র কথাও না শুনিয়া মহামায়া আবার বলিলেন—"আমি সব বুঝ্‌ছি, এ যে রামদয়ালবাবুর বুড় বয়সের রোগের ফল, তাতে সন্দেহ নেই, সহজে যখন বেটা হ'ল না, তখন অপমান অপবাদ দিয়ে ওদের একঘরে কর্ত্তে পাল্লে দায় ঠেকেও

হয় ত, বিন্দুবাসিনী স্বীকার কর্ব্বে, তিনি জমিদার, ইচ্ছে কল্লেই বেথা হলে অপবাদ ঢেকে ওদের চল করে নিতে তাঁর সময় লাগ্‌বে না, এভেবেই তাঁর এত বল, এবং কতক ভয়ে কতক লোভে গ্রামের নন্দলাল বল, পঞ্চানন বল, তাঁর দলে যোগ দিয়েছে। নিজেদের মানঅপমানের কথা ভাব্‌তেও অবকাশ পায়নি। কিন্তু এতেই কি তাদের পুরপুরি দোষ আমি দিতে পারি। পৃথিবী শুদ্ধ মানুষই যখন স্বপ্রধান, তখন তাদের ইচ্ছারও কি একটা দাবী থাকৃতে নেই। বিশেষ এই সুরমাকে বা তার মাকে ত দুবছর আগে তুমি দেখনি, বিপদে আপদে ওরাই রক্ষে করেছেন, তাদের এত অনুরোধ, এত হাটাহাটি বিন্দুবাসিনী যদি এক কথায় উড়িয়ে দেন, তাতে কি সত্যি তাদের রাগ হতে পারে না।”

মোহিত ভূতের মত বসিয়াছিল, মহামায়া বলিলেন—“কাউকে বাদ দিয়ে কোন কাজ হয় না দাদা। কাজ কর্ত্তে হলে আগে এদের প্রাণটুকুই তোমার দরকার। তার প্রমাণও দুএকটা না পেয়েছ তা নয়?” বলিয়া বৃদ্ধা থামিলেন।

মোহিত উত্তেজিত কণ্ঠেই বলিল—“তুমি ঐ একটা রাস্তার বন্দোবস্ত করেই ভেবেছ, অনেক কাজ হয়েছে, না!”

"অনেক না হ'ক, একটা ত হয়েছে, তাও তোমাদ্বারা যখন হল না, তখনই আমি তাতে হাত দিয়েছিলেম। দুমাস ছমাস ওর জন্য প্রাণপণ করে খাটিওনি, একটাই যদি অত সহজে কর্ত্তে পেরে থাকি ত দোষ কি ?"

মোহিত মনে মনে লজ্জিত হইল, পথের ব্যাপারটায় তাহার যে পদে পদে অক্ষমতা ঘোষিত হইয়াছে। বালিকা-বিদ্যালয়েই বা কি ? মহামায়া কদিনের জন্যে বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। শিক্ষয়িত্রীকে অপমান করিল। রামদয়াল, নন্দলাল ও পঞ্চাননকে মধ্যে রাখিয়া এবারেও ত চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, কৈ এবার ত কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। স্বর খাট করিয়া মোহিত বলিল—"যা ভাল বোঝ তাই কর, আমায় পূজর ফর্দ্দটা করে দিও, মোটে ত মাসখানেক বাকি আছে, এবেলা জিনিষগুলো কিনে নিয়ে আসি ?" বলিয়া একবার থামিয়া সহসা সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—"হারাধন কাকা আস্‌বেন ?"

হারাধন কুলপুরোহিত। মহামায়া উত্তর করিলেন—"আসা না আসা কি তার ইচ্ছে দাদা, যাঁর পূজ তিনি যদি আনেন ত, তার কি সাধ্যি না এসে থাকে ?"

শরতের শান্ত আকাশে নীল, পীত ও সবুজ বর্ণের খণ্ড খণ্ড মেঘ আনাগোণা করিতে লাগিল। পৃথিবী ব্যাপিয়া শারদোৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। জল, স্থল, ব্যোম ব্যাপিয়া একটা আনন্দ একটা মাদকতা উপস্থিত হইল। পূজা আসিয়া পড়িয়াছে। মোহিত প্রায় একমাস পরে আবশ্যক জিনিষ লইয়া পঞ্চমী দিন বাড়ীতে ফিরিল। পল্লীগ্রাম জলে জলময়, জলার্দ্র বাতাস মোহিতকে নীরব সেবায় অভিনন্দিত করিল। মোহিত আসিয়া শুনিল যে, ইতিমধ্যে মহামায়া সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। গ্রামের কাহারও আর কোন আপত্তি নাই। মোহিত মনে মনে বৃদ্ধার প্রশংসা করিল, তাহার হৃদয়ের গাঢ় মেঘ কাটিয়া গেল।

ষষ্ঠী দিন সকাল বেলা বিন্দুবাসিনী কন্যা সুরমার হাত ধরিয়া এ বাড়ীতে আসিয়া নামিলেন। মোহিত দেখিল, সুরমার আর সে শরীর নাই, এই একমাসে সে যেন আদখানা হইয়া গিয়াছে। তাহার মুখ বিবর্ণ, চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট, অপমানে লজ্জায় যেন সে আর মাথা তুলিতে

পারে না। মহামায়া তাহাদের আদর করিয়া ঘরে আনিলেন। সম্মান করিয়া বসিবার আসন দিয়া বলিলেন—"কাজকর্ম্মের ভার তোমাদের ও'পর দিদি, দেখে শুনে সব করে নাও, আমি একা মানুষ, সাম্‌লিয়ে উঠ্‌তে পারি না।"

বিন্দুবাসিনী বিরসবদনে যেন ঠিক শিষ্টাচার জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে উত্তর করিলেন—"তোমার কথানা হাড় যা কর্ত্তে পারে, আমাদের সতের জনেরও ত সে কাজ কর্ব্বার শক্তি হবে না!"

কথায় কথায় বেলা বারিয়া চলিল। সুরমা কাজের মধ্যে নিজেকে ঢাকা রাখিয়া যেন মনের গ্লানি ভুলিয়া থাকিতেছিল। ক্রমে সন্ধ্যা আসিয়া পড়িল, পক্ষিকুলের কল কূজনের সঙ্গে সঙ্গে বোধনের ঢাক বাজিয়া উঠিল। গ্রামে এই একখানা পূজা, পাড়ার ছোট লোকে বাড়ী ভরিয়া গেল। মহামায়া ডাকিয়া বলি'লন—"হ্যারে মোহিত, ঘট বসাবার সময় হ'ল, তোর হারাধন কাকা ত আসেননি?"

মোহিত এখানে সেখানে আলো জ্বালিতেছে, বৈঠকখানা সাজাইবার হুকুম করিতেছে, কখনও বা কলিকাতা হইতে আগত বন্ধুবান্ধবগণের সম্বর্দ্ধনা করিতেছে! মহামায়ার

কথায় তাহার চমক ভাঙ্গিল। তাড়াতাড়ি নৌকা ও লোক পাঠাইয়া আবার নিজের কার্য্যেই মন দিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘণ্টাখানিক পরে লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"হারাধন ঠাকুর বাড়ী নেই!"

"বাড়ী নেই কি রে?" বলিয়া মহামায়া বসিয়া পড়িলেন।

মোহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কোথা গেছেন, কিছু শুন্‌লি?"

"পঞ্চানন ঠাকুর তাকে নিয়ে চলে গেছেন?"

মহামায়া ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কখন আস্‌বেন?"

"বাড়ীর সবাই বল্লে, আজ আর আস্‌বেন না, তিনি ও পাড়ার গাঙ্গুলীবাড়ী পূজয় ব্রতী হয়েছেন, সেখানে যাবেন।"

মহামায়ার মুখে কথা সরিল না। ঘটনাটার আগাগোড়া বুঝিতে পারিয়া তিনি রোষে ক্ষোভে ও চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিলেন। মোহিত ঝঙ্কার দিয়া বলিল—"দেখ ঠাকুরমা, তোমার মোহিতের বুদ্ধি আছে কি নেই?"

মহামায়ার শরীর যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল, তিনি

নীরবে লজ্জাসঙ্কুচিত মুখ নত করিলেন। মোহিত হাসিয়া বলিল—"এ আমি গোড়া থেকেই জানি?"

একটা হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়া গেল। বিন্দুবাসিনী ও সুরমা মণ্ডপে বসিয়া লজ্জায় ধিক্কারে অর্দ্ধমৃতা অবস্থায় রহিলেন। মহামায়া বলিলেন—"উপায়?"

"তোমার জ্বালায় ত সারাদিন জলটুকু মুখে দিতে পারিনি, উপায়ের ভাব্‌না কি?"

মহামায়ার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি সোৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"পার্ব্বে দাদা?"

"কেন পার্ব্ব না, তুমি কি তোমার মোহিতটিকে নিরেট মনে কর। এক ত তোমার কড়া আইনের তাড়া, তা ছাড়া পাঁচ সাত বছর ভট্‌চাজ মশাইকে বই বলে দিয়েছি। এদ্দিন মস্ত একটা দুঃখু ছিল যে, আমার সে সব পণ্ডশ্রম হয়েছে, এবার তোমার মা সে দুঃখু ঘোচালেন, আমায় মস্ত সুযোগ জুটিয়ে দিলেন।"

মিনিট দশেক পরে হাতপা ধুইয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া গরদের কাপড় ও উড়ানি পরিয়া মোহিত আসনে আসিয়া বসিল। বিন্দুবাসিনী ধূপধূনা ও দীপ জ্বালিয়া দিলেন। ঢাক বাজিয়া উঠিল, সুবিশুদ্ধচিত্ত ভক্তিপ্লুত মোহিতের কষিত কাঞ্চনসদৃশ বর্ণ হাসিয়া

উঠিয়া তাহাকে ঠিক সাধকের মত দেখাইতে লাগিল।

মোহিত পূজা করিতেছিল। মহামায়া সম্মুখে বসিয়া এটা সেটা দেখাইয়া দিতেছেন। অদূরে কলিকাতা হইতে আগত বন্ধুর দল, নূতন পূজকের একাগ্রতা ও বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ শুনিয়া তন্ময় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ধূপধূনার পূত গন্ধে বিল্বমূল যেন তীর্থস্থানের মত প্রতীত হইতেছিল। অভুক্তা বিন্দুবাসিনী ও তাঁহার পশ্চাতে সুরমা নিমেষহীন দৃষ্টিতে নূতন পুরোহিতের পূজাপ্রণালি দেখিতেছিল। ঘণ্টাখানি পরে পূজা শেষ করিয়া আরাধনার মন্ত্র পাঠ করিয়া মোহিত ভূমিতে পড়িয়া নমস্কার করিল—

"দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বম্ ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য।"

দর্শকগণের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, এক সঙ্গে সকলের মস্তক ভূমি স্পর্শ করিল। ঢাক ঢোল কাসর বাজিয়া বাজিয়া সেদিনের মত নীরব হইল।

"এমন অত্যাচার সহ্য করে কত দিন কাটবে ?"

শরতের শান্ত চন্দ্রকর আকাশের ঠিক মধ্যস্থান হইতে বাড়াগুময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বর্ষাজলস্নাত মন্দ বায়ু সেবাকুশল ভৃত্যের মত মন্থর গতিতে চলিতেছে। মহামায়া মোহিতের মস্তকটি ক্রোড়ে টানিয়া আনিয়া সহজ কণ্ঠে উত্তর করিলেন—"অত্যাচারীর অত্যাচার থেকে কখনও কোন দেশ অব্যাহতি পেয়েছে আজ পর্য্যন্ত এমন দৃষ্টান্ত কটা দেখ্‌তে পেয়েছ দাদা !"

"এদের শাসন করা উচিত, আস্কারা পেয়ে দিন দিন যে মাথায় লাতি মার্‌ছে !"

মহামায়া ভাবিতে লাগিলেন। কুলপুরোহিত হারাধনের অত্যাচারটা তাঁহার নিস্তরঙ্গ বারিধিবক্ষের ন্যায় স্থির হৃদয়ও তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিয়াছে। মোহিত বলিতে আরম্ভ করিল—"সুরমাদের জাত মাল্লে—"

মহামায়া বাধা দিলেন, গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"রক্ষে কর্ব্বার কেউ না থাক্‌লে, জাতি যদি মারে ত উপায় নেই ?"

মোহিত একটা খোচা সাম্‌লাইয়া লইয়া আত্মগোপন করিয়া বলিল—"আমি শাসন কর্ব্ব, রামদয়াল জমিদার, বাবা যা রেখে গেছেন, তাতে আমিই কম কিসে, একবার দেখে নেব্ব, এর প্রতিশোধ নিতে পারি কি না ?"

"তাতে কোন লাভ হবে না মোহিত, বরং অত্যাচার বাড়বে, মামলা মোকদ্দমা হবে। দুষ্টকে বশ কর্ত্তে পার ভাল, শাসন কর্ত্তে গিয়ে অনিষ্ট ডেকে এন না।"

মোহিত মোহাচ্ছন্নের মত বসিয়া রহিল। মহামায়া বলিলেন—"কর্ত্তাদের কালে ত দেখেছি, এ গায়ের একটি লোক, তাঁদের বিপক্ষে যায়নি, বরং সবাই রামদয়ালবাবুকে অগ্রাহ্য করেছে, সে শুধু তাঁদের স্বভাবের গুণে। তাঁরা একদিনের জন্যেও কাউকে একটা কড়া কথা বলেননি, প্রাণ দিয়ে বিপদে আপদে সবাইকে রক্ষা করেছেন?"

"আমিই কি কসুর কর্চ্ছি?" বলিয়া নিজের কাজের মধ্যে বিন্দুমাত্র দোষ দেখিতে না পাইয়া মোহিত অক্ষমতার জন্য দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিল।

মহামায়া বলিলেন—"তুমি নূতন, গ্রামে অপরিচিত, তোমার দীর্ঘ কালের অনুপস্থিতি সবাইকে রামদয়ালবাবুর আশ্রিত করে রেখেছে। দুদিন সবুর কর, তোমাকে ওরা চিনে নিক, তুমি ওদের আপন লোক এ বুঝ্লে আর কেউ তোমার বিরুদ্ধে একপা এগুবে না।"

শক্ত সিমেণ্ট করা ভূমিতে মোহিত ঘুমাইয়া পড়িল, রাত্রি শেষে ঢাকঢোলের শব্দে জাগিয়া উঠিয়া সে স্নানের

জন্যে চলিয়া গেল। আজ প্রথম পূজা, আত্মীয় আত্মীয়ায় গৃহ পরিপূর্ণ। মোহিত পূজক, একটা অদম্য কৌতূহল, প্রকাণ্ড বিস্ময়, সকলকে অভিভূত করিতেছিল। বেলা বারিতে লাগিল, গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ কেহ না আসিলেও বিভিন্ন জাতির সমাগমে অঙ্গন ভরিয়া গেল। মোহিত পূজা শেষ করিল, চণ্ডীপাঠ করিয়া নিজ হস্তে উপস্থিত সকলকে সমান ভাবে আহার করাইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল মুখে স্বগ্রাম পরগ্রাম নির্ব্বিশেষে একখানা বস্ত্র ও একটি করিয়া টাকা দান করিল।

মহোল্লাসে মহাষ্টমী পূজা শেষ হইল, সেদিনও বস্ত্র এবং অর্থের দান সমান ভাবে হইল। কাল গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ কেহ আসে নাই, কিন্তু আজ দুটি একটি করিয়া দেখা দিল। মহামায়ার মনে আশা হইল, তিনি যেন একটা বল পাইলেন।

সন্ধ্যার শান্ত শান্তি নাশ করিয়া আরত্রিকের মঙ্গল বাদ্য বাজিয়া উঠিল। ধূপধূনার পূত গন্ধে ও উজ্জ্বল আলোকমালায় গৃহ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। আরত্রিক শেষ হইলে দেবীপদে নমস্কার করিতে গিয়া মোহিতের দৃষ্টি সুরমার সুন্দর মুখে পতিত হইল। দুতিন দিন হইতেই মোহিত সুরমার ঐকান্তিকতা প্রত্যক্ষ করিতেছিল। লজ্জানত মেয়েটি

নম্রা লতার মত মাতার আশ্রয়ে তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া যেন প্রাণের সমস্ত আগ্রহ দিয়া দেবীপদে আত্মসমর্পণ করিয়া রাখিয়াছে। মোহিত দৃষ্টি ফিরাইয়া নমস্কার করিল, উচ্চ কণ্ঠে পড়িতে লাগিল—

"শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

কিসে কি হইল, জানি না, মহানবমীতে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলই আসিল। মহামায়া আদরে আপ্যায়নে সকলকে আপ্যায়িত করিয়া আহার করাইলেন। বিধবাদিগকে সাদা, বালিকাদিগকে চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে ও সধবাদিগকে সুন্দর পেড়ে বস্ত্র ও একটি করিয়া টাকা দান করিলেন। সকলেই একবাক্যে মোহিতকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল। জয় জয় শব্দ বাড়ী মুখরিত করিয়া তুলিল। মহামায়ার মনের গ্লানি অনেকটা কমিয়া আসিল, তথাপি কিন্তু তিনি পুনঃ পুনঃই যেন কয়েকখানা মুখ দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দিন কাটিল, রাত্রির আরত্রিকও শেষ হইল, তথাপি তাহার অভীপ্‌সিত মুখ কয়খানা দেখা গেল না। সোরে গোলে সমারোহে সেদিনের রাত্রিকৃত্য শেষ হইল।

১৮

বিজয়া দশমী, হর্ষ ও বিষাদ বিমিশ্রিত মোহিতের চিত্ত এক একবার উৎফুল্ল ও এক একবার বিমর্ষ হইয়া পড়িতেছিল। একপাশে মহামায়া ও বিন্দুবাসিনী গলবস্ত্রে বসিয়া বিসর্জ্জনের সময় উপস্থিত জানিয়া যেন চোখের জল ছাড়িয়া দিতেছিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে নানাভরণভূষিতা যুবতী বৃদ্ধা বালিকা প্রভৃতি একাগ্রচিত্তে বসিয়া দেবীর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছে। মধ্যস্থলে অবগুণ্ঠনহীনা সুরমা, তাহার দেহে যেন সারা ছিল না, হৃদয়ের স্পন্দন অনুভূত হইত না। নিশ্চল নির্নিমেষনয়নে দেবীপদের দিকে চাহিয়া সে যেন দেহমন তাঁহাকে অর্পণ করিয়া ভবজ্বালা জুড়াইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছিল। মোহিত পূজা শেষ করিয়া একবার সেই প্রতিমার মত প্রতিকৃতিখানার দিকে দৃষ্টি করিয়া যেন একটা কম্পন অনুভব করিল। প্রদক্ষিণের অনুমতি করিতে সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল, মোহিত পড়াইতে লাগিল—

"দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াম্।

সর্ব্বলোকপ্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদা শিবাম্ ॥”

মিলিত কণ্ঠের মধুর রবে পূজাগৃহ পরিপূর্ণ হইল, মোহিত যেন ইহার মধ্যে একটা কারুণ্যপরিপূর্ণ গুঞ্জন শুনিতে পাইল, তাহার দেহমন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে আত্মস্থির করিয়া সে আবার পড়াইতে লাগিল—

“মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাং কলাম্ ।
বিশ্বেশ্বরীম্ বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্ ।”

সন্ধ্যা আসিল, দেবী বিসর্জ্জনান্তে মহামায়া দুঃখাভিভূত-চিত্তে গৃহে ফিরিতেছিলেন, পাশে দৃষ্টি পড়িতে দেখিলেন, বালকবালিকাগুলির হাত ধরিয়া নন্দলালের ও পঞ্চাননের পত্নীদ্বয় অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মহামায়ার আশা পূর্ণ হইল, তাঁহার মনের কোণের প্রকাণ্ড মেঘখানা যেন বাতাসে উড়াইয়া লইল। তিনি অতি স্নেহে তাহাদের হাত ধরিলেন—“এস মা তোমাদের জন্যে যে আমি হাপিত্তিস্ হয়ে আছি?” বলিয়া ছেলে মেয়ে গুলোকে কোলে পিঠে করিয়া ঘরে আনিয়া স্বহস্তে আহার করাইলেন। সরল সহজ আলাপে মুগ্ধ করিয়া আহারের পর জোড়া জোড়া কাপড় ও প্রত্যেকের হাতে দুটি করিয়া টাকা দিয়া বলিলেন—“তোমরা আশীর্ব্বাদ কর মা, আমার মোহিত দীর্ঘজীবী হ'ক?”

ঘণ্টাখানি পরে মোহিত যখন বন্ধুগণসহ নমস্কার করিতে আসিল, মহামায়া তখন সুরমার চিবুকে হাত দিয়া বলিতেছিলেন—"আমার এমন লক্ষ্মী বোনটি, এর মনে মা দুর্গা কষ্ট দেবেন, না তা হতে পারে না।"

মোহিতের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে নমস্কার করিয়া উঠিতে বৃদ্ধা মস্তকে ধান্য দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ডাকিয়া বলিলেন—"মোহিত, আজ তুমি আমার কথা ফেল্‌তে পার্ব্বে না।"

মোহিত কাঁপিয়া উঠিল, সুরমার লজ্জানম্র মুখখানা সেই মুহূর্ত্তে একবার উপরের দিকে দৃষ্টি করিল, মোহিত দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া অপরাধীর মত বৃদ্ধার আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিল। মহামায়া বলিলেন—"হ্যারে হারাধন ভট্‌চাজের বাড়ী থেকে ত কেউ এল না।"

মোহিতের একটা আশঙ্কা কাটিয়া গেল, সে বিরক্তি-পরিপূর্ণ স্বরে বলিল—"তার আমি কি কর্ব্ব?"

"তুমি ছাড়া আমার কে আছে। যাও দাদা, বলে কয়ে পূজর জিনিষগুলি দিয়ে এস?"

কথাটা মোহিতের নিকট বড় মন্দ লাগিল না, সে যেন নিজের অজ্ঞাতে লজ্জিত সুরমার প্রতি একটা পিপাসিত দৃষ্টি করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

এবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া চাকরের মাথার মোটগুলি নামাইয়া রাখিয়া মোহিত ডাকিল—"কাকা ?"

হারাধন সবেমাত্র বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রীকে পূজার জিনিষগুলি দেখাইতেছিল। ডাক শুনিয়া সকল ফেলিয়া দ্রুতপদে রান্নাঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। মোহিত আবার ডাকিল—"কাকা ?"

হারাধনের স্ত্রী জগদম্বা লজ্জিত মুখে বাহির হইয়া আসিল, মোহিত পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিতে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল—"বেচে থাক বাবা, সুখে থাক ?"

"কাকা বাড়ী নেই ?"

জগদম্বা উত্তর করিল না। মোহিত বলিল—"ঠাকুরমা পূজর জিনিষগুলি পাঠিয়ে দিলেন !"

জগদম্বার লজ্জিত মুখ নত হইল, সে মৃদুস্বরে বলিল—"না ওগুলো তুমি ফিরিয়ে নেযাও, অন্যায় বা অপরাধের কিছু কসুর হয়নি, আর সেগুলো বাড়িয়ে তুল না।"

দ্রুত গতিতে হারাধন বাহির হইয়া আসিল,—"কে মোহিত না, এস এস ?" বলিয়া সে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জগদম্বা লজ্জায় মরিয়া গিয়া সরিয়া পড়িল। মোহিত নমস্কার করিয়া বলিল—"পূজর জিনিষপত্তরগুলো ঠাকুরমা পাঠিয়ে দিলেন।"

"কাল সকালে আমিই দেখা কর্ত্তে যাব ভেবে ছিলাম, তুমি আর কষ্ট করে কেন এলে মোহিত ?"

মোহিত বলিল—"কজোড়া কাপড়, খুড়ীমার একজোড়া, খোকাখুকী কৈ, আচ্ছা থাক, আপনিই দেবেন, আর টাকাকটা ?" বলিয়া সে টাকাকয়টা রাখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

হারাধন স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া ভৎর্সনা করিয়া বলিল—"ছিঃ ছিঃ, তোমার মোটে বুদ্ধি হল না! প্রায় হাজার টাকার জিনিষ, এক কথায় ছেড়ে দিতে গেছিলে আর কি!"

১৯

"ওদের আর ওবাড়ীতে রাখা চলে না ?"

"কাদের দাদা !"

"তুমি যেন হাবা, কিছু জান না ?"

মহামায়া গম্ভীর স্বরেই বলিলেন—"না বল্লে কি করে জান্‌ব !"

মোহিত বৃদ্ধা মহামায়ার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিল—"সুরমাদের ! সেদিন রাতে কি কাণ্ড; শুনে বুক শুকিয়ে যায়। ভাগ্যি ওদের অত সাহস, ঘরে লোক ঢুকে যেভাবে টানাটানি সুরু করেছিল, অন্য কেউ হ'লে ভয়ে মরে যেত !"

"যাদের পৃথিবীতে স্থান নেই, মরাটা কি তাদের বড় বেশী !"

মোহিত উত্তর খুজিয়া পাইল না, তীক্ষ্ণাগ্র একগাছা বেত যেন সপাং সপাং করিয়া তাহার পিঠে পড়িতে লাগিল। মহামায়া বলিলেন—"পরের বাড়ী থাকাই কি তাদের পক্ষে বড় নিরাপৎ হবে।"

"ঘরে বসে জাত দিতে পার্ব্বে, মর্ব্বে, তবু পরের বাড়ী পসন্দ হবে না।" মোহিতের মুখ ভার, স্বর শক্ত, উত্তেজনা-পরিপূর্ণ!

মহামায়া বিষাদের হাসি হাসিলেন, অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন—"ভেবে কথা কও দাদা, গ্রামের মধ্যে তাদের এক স্থান, তোমার বাড়ী, অবিবাহিতা যুবতী মেয়ে নিয়ে এ ঘনিষ্ঠতা কি মানুষ ভাল চোখে দেখ্‌বে।"

মোহিতের চিন্তাচ্ছন্ন মন মহা সমস্যার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার দীর্ঘ কালের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাটা যেন দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণভঙ্গুর হইয়া পড়িতেছিল। চির স্বাধীনতাপ্রয়াসী মোহিত মুক্ত আত্মাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হইয়া প্রতিকূলে কি উত্তর করিতে যাইতেছিল। বাহির হইতে মিলিত স্বরের ডাক আসিল—"বাবু?"

মোহিত দ্রুতপদে বাহিরে যাইতে ফকীর ধূপী বলিয়া উঠিল—"আমি সদরে চল্লুম?"

"তাই যা?" বলিয়া মোহিত প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল। ফকীর ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নফর বিস্মিত হইল। মোহিত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"পঞ্চাতের বিচার মনে ধরল না, যা শালারা যেখানে পারিস্ মর গিয়ে?"

ফকীর মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না, মন্ত্ররুদ্ধ সর্পের মত গর্জ্জন করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

আশেপাশের মামলা মোকদ্দমাগুলি যাহাতে গ্রামে নিষ্পত্তি হয়, তাহার জন্যে মোহিত গ্রামে আসিয়াই কয়েক-জন লোক লইয়া একটি পঞ্চায়েত সভা সংস্থাপন করিয়াছিল। উদ্দেশ্য দরিদ্র পল্লীবাসীরা গৃহবিচ্ছেদে সর্ব্বস্বান্ত না হয়, এ বিষয়ে সে অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। ফকীর ধূপী অতিশয় দুর্দ্দান্ত, সে গ্রামের কাহাকেও বড় গ্রাহ্য করিত না, সেদিন সে সামান্য কারণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নফরের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে। মোহিত মধ্যে পড়িয়া কিছুকাল পূর্ব্বে তাহার মীমাংসা করিয়া ইহাদিগকে বিদায় করিয়াছিল। এক ত তাহার মনের অবস্থা মোটে ভাল ছিল না, তাহার উপর পরমুহূর্ত্তেই রুদ্র মূর্ত্তিতে ফকীরকে উপস্থিত দেখিয়া সে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। ফকীর চলিয়া গেলে নফর নতজানু হইয়া নমস্কার করিয়া বলিল—"আজ্ঞে কত্তা ?"

মোহিত নফরের মনের কথা অনুমান করিয়া আশ্বাস দিয়া বলিল—"তোর কোন ভয় নেই নফর, আমি ত রয়েছি, যা নিশ্চিন্তি হয়ে কাজ কর গিয়ে।"

নফর নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে অন্তর্হত হইল

মোহিত ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"বেটা যেন নবাব, চোখে মানুষ দেখ্‌তে পায় না। জাত ব্যবসা ছেড়ে সহর মারিয়ে ওর বড় বাড় হয়েছে।"

মহামায়া বলিলেন—"সদর থেকে ঘুরে আসুক না, তখন নিজের অবস্থাটা টের পাবে, দুদিনে তেজ কমে যাবে। আবার এই পঞ্চাতের বিচারই ওকে মাথা পেতে নিতে হবে।"

"মোহিতবাবু?"

"আবার?" বলিয়া মোহিত বিরক্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। চৌকিদারে জমাদারে দারোগায় প্রায় পনর জন পুলিশের পরিচ্ছদধারী লোক বহিরঙ্গণে পদ চারণা করিতেছিল। মোহিতকে দেখিয়া দারোগা সেলাম করিয়া বলিল—"আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে।"

"ওয়ারেণ্ট, আমার নামে!"

"হা?"

"কারণ?"

"এজাহারে জানা যাচ্ছে, আপনি প্রতাপপুরের স্বদেশী ডাকাতির সংশ্রবে আছেন।"

মোহিতের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, সে কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কে এজাহার কল্লে?"

"রামদয়ালবাবু ?"

দোড়ের আড়ালে মহামায়ার স্থির হৃদয় বার দুই কাঁপিয়া উঠিল। দারোগা বিনীত ভাবে বলিল—"গায়ে হাত দিয়ে আপনার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আমরা অপমান কর্ত্তে চাই না। চলুন ?"

মোহিত দ্বিরুক্তি করিল না, নগ্নশরীরে নগ্নপদে বাহির হইয়া পড়িল। মহামায়া টলিতে টলিতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভৃত্য রামধনকে বলিলেন—"নায়েব মশায়কে এখুনি ডেকে আন্ ত ?"

পরদিন বিন্দুবাসিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চোখ ছল ছল করিতেছে, মুখ বিষণ্ণ, বেদনাকাতর। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন—"দিদি ?"

মহামায়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন, আসন আনিয়া বিন্দুবাসিনীকে বসিতে দিয়া নিজে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিন্দুবাসিনী কষ্টের শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আমি সুরনার বের দিন স্থির কচ্ছি ?"

"কোথায় দিদি ?"

"কেন জমিদার রামদয়ালের সঙ্গে, তাঁর বুভুক্ষিত বুকের তৃষা না মেটালে তোমার রক্ষে নেই। আমি সব জান্তে

পেরেছি। আমাকে এক ঘরে কর্ব্বার চেষ্টা, রাতে ঘর থেকে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা, সব ওর উদরের জ্বালার ফল।" বলিয়া বিন্দুবাসিনী মুহূর্ত্ত থামিলেন, গোটা দুই ঢোক গিলিয়া আবার বলিলেন—"তাতেও আমার তত কষ্ট ছিল না, কিন্তু আমার জন্যে তোমার এতবড় সর্ব্বনাশের চেষ্টা, না দিদি প্রাণ থাক্‌তে এ আমি সইতে পার্ব্ব না। মোহিতকে আমি ছেলের মত দেখেছি—" বলিতে বলিতে বিন্দুবাসিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন। মহামায়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"ভুল বুঝ না দিদি, মানুষ কি মানুষের ক্ষতি কর্ত্তে পারে—"

বিন্দুবাসিনী বাধা দিলেন,—"তুমি আমায় আর এসব কথা বলে ভুলাতে চেষ্টা কর না। 'আমি পঞ্চাননকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছি, মাঘ মাসের প্রথম যে দিন থাকে, তাতেই বে দেব।" বলিয়া তিনি আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বৃদ্ধ নায়েব হরনাথ দত্ত প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে মোহিত, সে আসিয়া মহামায়ার পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিল। মহামায়ার নেত্র হইতে আষাঢ়ের ধারার মত অসারে জল পড়িতে লাগিল। নায়েব মহাশয় বলিলেন—"সব রামদয়ালের কাণ্ড, তার সঙ্গে হারাধন, পঞ্চানন ও নন্দলাল

জুটেছে। সবাই এক মত হয়ে মোহিতকে জব্দ করে সুরমার বের বন্দোবস্ত কর্ব্বে ঠিক করেছে।”

মহামায়া উত্তর না করিয়া মোহিতের মস্তকটি ক্রোড়ে টানিয়া তাহার মধ্যে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। নায়েব মহাশয় বলিলেন—“আদেশ পাই ত আমিও একবার ওদের দেখিয়েদি, কি করে রামদয়ালের হয়ে এসব পাপ করে। নন্দলাল নয় ত জমিদার বলে রামদয়ালের দোহাই দিচ্ছে, ইচ্ছে কল্লে পঞ্চানন বা হারাধনকে ভিটে মাটি ছাড়া করে দিতে পারি।”

মহামায়া নীরবে ভাবিতে লাগিলেন। নায়েবমহাশয় বলিলেন—“আর তেমনটারই এখন প্রয়োজন হয়েছে, অত্যাচার অবিচার না কল্লে কেউ গ্রাহ্যই করে না! নৈলে রামদয়াল গ্রামের জমিদার, মোহিতকে কেউ আমল দিতে চায় না!”

মহামায়া দুঃখিতার ন্যায় উত্তর করিলেন—“আপনার মুখ থেকে ত এমন কথা শুন্‌বার আশা আমি করিনি, জোর করে মান; অত্যাচারের ফলে আধিপত্য বা প্রতিষ্ঠা এ যদি আপনিও আশা করেন ত সংসারে কি থাক্‌ল!”

নায়েব মহাশয় লজ্জিত হইয়া মস্তক নত করিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন—“কিন্তু একটু শাসন না কল্লে ভয়

না দেখালেও ত চল্‌বে না, মোকদ্দমা ফাঁসিয়ে দিতে হ'লে যে, ওদের সপক্ষে চাই।"

"কিছু কর্ত্তে হবে না, যাঁর কাজ তিনি কচ্ছেন।"

নায়েব মহাশয় চলিয়া গেলেন। মোহিত বলিল—"এক এক করে ত এদিকের কাজ অনেক এগিয়েছে। পথের নক্সা ঠিক হয়েছে, বালিকাবিদ্যালয় ও পথের সাহায্য দানে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড স্বীকার করেছে। এবার তুমি আমায় হাজার পঞ্চাশ টাকা দাও, স্কুলের জন্যে পচিশ হাজার টাকা সময় থাকৃতে জমা দিয়ে আসি। সঙ্গে সঙ্গে ডোবাগুলো ভরবার ব্যবস্থা করে ফেলি, কি জানি যদি জেলই খাটতে হয়।"

মহামায়া একবার করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া পৃথিবীর এক মাত্র প্রার্থিত মোহিতের মুখমণ্ডলের দিকে চাহিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার নাক বাহিয়া মৃদু শ্বাস বাহির হইয়া গেল। তিনি বলিলেন—"টাকা ত তোমার সুখ স্বচ্ছন্দের জন্যে দাদা, যখন হয় নিয়ে গিয়ে দিয়ে এস।"

## ২০

সম্মুখের গ্রাস স্বমুখে পাইয়া ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের গর্জ্জন মুহূর্ত্তে থামিয়া গেল। ক্ষুধিত রামদয়াল সুভক্ষ্য নিকটে দেখিয়া একেবারে জল হইয়া গেলেন। জমিদার মহাশয় বিবাহের নামে বিন্দুবাসিনীর জাতিনাশের কথা ভুলিলেন। প্রকাণ্ড প্রতিবন্ধক মোহিতের প্রতি তিনি সহসা সদয় হইয়া উঠিলেন। রাত্রিতে লোক পাঠাইয়া বিধবার প্রতি অন্যায় আক্রমণের জন্যে আজ তিনি দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মন হইতে বিদ্রোহের গন্ধ লোপ পাইল। অশান্তির পরিবর্ত্তে শান্তি, বিদ্রোহের পরিবর্ত্তে সন্ধি সংস্থাপিত হইল, বিবাহের আয়োজনে তাঁহার বাড়ী চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি নিজে চেষ্টা করিয়া সদরের বিচারককে ধরিয়া মোহিতের মোকদ্দমা হাল্কা করিয়া দিলেন। সন্ধির সর্ত্তে পঞ্চানন ও নন্দলাল সমানভাবে উভয় বাড়ীতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল। হারাধন হাসিমুখে মহামায়ার পৌরোহিত্য স্বীকার করিল। মোহিত অনেকগুলি চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া কাজে লাগিয়া পড়িল।

পৌষ মাস কাটিয়া গেল, তিন দিন পরে সুরমার বিবাহ। মোহিতের মুহূর্ত্ত বিশ্রাম ছিল না। সে স্কুলের জন্য পচিশ হাজার টাকা গবর্ণমেণ্টের হাতে জমা দিয়া আসিয়াছে। সদর হইতে গ্রাম পর্য্যন্ত প্রশস্ত পথ আরম্ভ হইয়াছে। পোষ্টাফিসের জন্য দরখাস্ত করা হইয়াছে। রামদয়ালবাবুর সদাশয়তায় সে ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড লোক বলিয়া খ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। মিথ্যা মোকদ্দমাটা মিটিয়া গেলে কি জানি সে বা রায়সাহেবই হইয়া পড়িবে।

ওদিকে রামদয়াল দাড়ি গোপ কামাইয়া মিহি ধূতি পড়িয়া টোপরের মাপ দিতেছিলেন। তাঁহার রৌপ্যনির্ম্মিত দন্তগুলি থাকিয়া থাকিয়া বিকৃত বীভৎস হাসি হাসিতেছিল। বাদ্যেভাণ্ডে সমারোহে তাঁহার বাড়ী মুখরিত।

সুরমাদের সামান্য গৃহে ক্ষুদ্র আয়োজন, কাহারও মুখে হাসিও নাই, আনন্দের আভাসও পাওয়া যায় না। কর্ত্তব্য কাজগুলি অতি সন্তর্পণে সংসাধিত হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে পঞ্চানন ও নন্দলাল হাক ডাক ছাড়িয়া নীরব গৃহখানার স্তব্ধ শান্তি নষ্ট করিতেছে। মহামায়া মোহিতকে ডাকিয়া বলিলেন--"মোকদ্দমার দিন সুরমার বে।"

মোহিত চমকিয়া উঠিল, কথাটা যেন তাহার মনেই ছিল

না। মহামায়া বলিলেন—"মেয়েটার কথা ভেবেই আমি সারা হচ্ছি।"

মোহিত নীরব, সুরমার সরল সরস মুখখানা যেন থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনের মধ্যে উঁকি দিয়া উঠিতেছিল। মহামায়া মোহিতের মুখ দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, ধীরে মধুর কণ্ঠে বলিলেন—"উপায় থাকৃতে অন্যায় কর না মোহিত। ওদের বড় সাধ—"

মোহিত আর শুনিতে পারিল না, যেন ধরা পড়িবার ভয়ে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

বিবাহ বাসর, সন্ধ্যার পরেই রামদয়ালবাবু সাজিয়া বাহির হইলেন। তাঁহার শরীরের গন্ধে বায়ু উদ্দাম গতিতে বহিতে লাগিল। ঢাক ঢোলের বাদ্য প্রায় একমাইল স্থান মুখরিত করিয়া তুলিল। সদর হইতে মোহিত ও ফিরে নাই, কোন সংবাদও আসে নাই। মহামায়া অস্থির পাদচারণা করিতেছিলেন। আটটার লগ্নে বিবাহ, বর আসিয়া পৌঁছিলেই হয়। সুরমা চেলী পড়িয়া মুহুর্মুহু দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। বিন্দুবাসিনী কয়দিন হইতে কন্যার মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছেন না। ঐ বাদ্য শোনা যাইতেছে। এইবার আসিয়া পৌঁছিবে। আটটা বাজে। রোসন চৌকী ওয়ালাও কেমন বেসুরা বাজাইতে লাগিল।

লগ্ন উত্তীর্ণ হয়, বর আসে না, একটা সোর গোল পড়িয়া গেল। কন্যা ও মাতা যেন বাহিরে ভীত ও অন্তরে প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাহাদের যেন প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইতেছিল, আহা যদি না আসে।

আর সময় নাই, মুহূর্ত্তমধ্যে লগ্ন উত্তীর্ণ হইবে। বরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আনিবার জন্য লোক ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। সবসা বাদ্যোদ্যম থামিয়া গেল। একটা হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে গৃহখানা কম্পিত হইয়া উঠিল। বিন্দুবাসিনী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন—"পোড়াকপালীর কপাল, এও কি মঙ্গল মত হবে।"

বৃদ্ধ নায়েবের হাত ধরিয়া মোহিত প্রবেশ করিল। সঙ্গে পুরোহিত হারাধন। মহামায়ার বাড়ীর পূজার দান গ্রহণ জন্য সে যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল, একমাস পূর্ব্বের মুণ্ডিত মস্তক আজও সে সাক্ষ্য দিতেছে। বিন্দুবাসিনী বসিয়া পড়িলেন। মোহিত গিয়া বরের আসনে দাঁড়াইল। হারাধন হাকিয়া বলিল—"কনে নিয়ে এস!"

সংবাদটা মুহূর্ত্তে প্রচার হইয়া গেল, মাঘের শীতেও সুরমার গলদ্‌ঘর্ম্ম দেখা দিল। শুভ-দৃষ্টির সময় সে অতিকষ্টে একবার মাত্র দৃষ্টি করিয়াই মুখ নামাইয়া লইল। বাসর ঘরে সুরমার কুসুমকোমল হাতখানা ধরিয়া মোহিত হাসিয়া

বলিল—"এরি জন্যে তোমরা আমায় দেশে এনেছিলে, না ?"

সুরমা উত্তর করিতে পারিল না। তাহার ডান হাত-খানা যেন আপন হইতে মোহিতের কণ্ঠলগ্ন হইল। মোহিত তাহার মুখখানা টানিয়া আনিয়া—"এত বড় প্রতিজ্ঞাটা ভঙ্গ হল, এর প্রাশ্চিত্তি কর্ত্তে হয় ?" বলিয়া পত্নীর গ্রীবা ধারণ করিয়া রঞ্জিত কপোলে চুম্বন করিল।

পরদিন আশীর্ব্বাদ করিবার সময় মহামায়া বলিলেন—"মোহিত দাদা, এদ্দিনে বুঝে থাক্‌বে। জোর জুলুমে কিছু হয় না।" বলিয়া তিনি সুরমার চিবুক ধরিয়া বলিলেন—"আজ আমার জীবনের সম্বল তোমার হাতে তুলে দিলাম দিদি। দেখ ভুলেও যেন অযত্ন ক'র না। আমার আশীর্ব্বাদে ঠিক আমারই মত তুমি যেন ওকে সম্পদে বিপদে রক্ষা কর্ত্তে পার।"

বাহিরে মঙ্গল বাদ্য বাজিয়া বাজিয়া থামিয়া গেল। আজ মহামায়ার গৃহ কোলাহল-পরিপূর্ণ। মোহিত মুক্তের মত আনন্দিতচিত্তে বৈঠকখানা ঘরের বাড়াণ্ডায় বসিয়া ফকীর ও নফরের মোকদ্দমা করিতেছিল। নায়েব মহাশয় হাসিয়া হাকিয়া বলিলেন—"আরে শুনেছ, কাল পথে রামদয়ালের পাল্কীতে ডাকাত পড়েছিল। লাটির ঘায়ে তার পা ভেঙ্গে গেছে। বেচারা নাকি একেবারে শয্যা নিয়েছে।"

সম্পূর্ণ

সংসার-চিত্র অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত—

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ঠাকুর প্রণীত

# সংসারের খেলা

সংসারের খেলা ত সকলেই খেলিতেছেন, হারজিত কেন হয় বলিতে পারেন কি? তবে একবার দেখুন, পড়ুন, শিখুন—বিমলানন্দ ও বিশ্বেশ্বরীর কর্ত্তব্য-রজ্জুর শিথিলতায় কি বিষময় ফল,—বিধবা যুবতীকন্যার পতন, যুবক অমরেশের আত্মযুদ্ধে পরাজয়, দুশ্চরিত্র হীরালালের পরিণাম, পতিতা বাণীর কর্ত্তব্য-জ্ঞান, উপেক্ষিতা অনাদৃতা সতীরাণী নীরদার কঠোর সাধনা, অবিনাশ ও কিরণময়ীর বিচিত্র প্রেমাভিনয়, জগদীশ ও পঞ্চাননের উদার হৃদয় পড়িতে পড়িতে আপনি শিহরিয়া উঠিবেন, চোখ ফুটিবে, কুটিল কঠিন সংসার-রঙ্গভূমির খেলা খেলিতে আপনার অভিজ্ঞতা শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে। ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে বাঁধাই, মুল্য ১৸০ আনা মাত্র।

# অনাথ-আশ্রম

কোন্ আশ্রমের স্নিগ্ধ শান্ত মধুর মলয়ানীল স্পর্শে আপনার প্রাণে প্রীতির পুলক সঞ্চারিত হইবে, দেহ মন বিমল আনন্দে

ভরিয়া উঠিবে, স্বার্থপর সংসারের প্রতি ঘৃণা বিতৃষ্ণা সজাগ হইয়া উঠিয়া হৃদয় উদার প্রশস্ত হইবে, অলক্ষিতে ভগবানের স্নেহাশীষ মস্তকে বর্ষিত হইয়া জীবন শান্তিময় করিবে—সে শুধু অনাথ-আশ্রম। একবার এ আশ্রমে আসুন, দেখুন বিশ্বপ্রেমের কি মধুর মহিমা। পাথেয় খরচ মাত্র ১॥০ দেড় টাকা।


সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত চিন্তাশীল লেখক—

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

যে স্মৃতি প্রাণের নিভৃত প্রদেশে থাকিয়া পাপে ভয়, কর্ত্তব্যে কঠোরতা, সৎকার্য্যে উৎসাহ ও জীবনে সজীবতা আনিয়া দেয়, সেই স্মৃতি—নগেন বাবুর নিপুণ হস্তের লেখনী প্রভাবে পাঠক-পাঠিকার স্মৃতিগুলিতে কেমন সন্ধান করিয়া দেয় একবার পড়িয়া দেখুন—আপনার মন পুণ্যস্মৃতির মোহন আবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িবে। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

বাণী-প্রচার কার্য্যালয়

৪৫ নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।